আসল ও নকল।

কৌতুক নাটিকা।

স্বর্গীয় অতুল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

(Adapted from Sheridon's "School for scandles")

শনিবার, ১লা অগ্রাহয়ণ, সন ১৩১৯

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বেঙ্গল্ মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল।

রঙ্গোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বয়রাম	...	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
মির্জ্জারোসন আলী		...	বয়রামের বাল্যবন্ধু।
জালিম গানেম	...	...	বয়রামের ভ্রাতুস্পুত্রদ্বয়।
সেখ সফেদ	...	...	গানেমের পিতার আমলের কর্ম্মচারী।
মানিকরাম	...	...	জনৈক জহুরী।
নফর	...	...	জালিমের ভৃত্য।

সরকার, ইয়ারগণ।

স্ত্রী।

ফর্‌রাবিবি	...	...	জনৈকা কুৎসাপ্রিয়া বিধবা স্ত্রীলোক।
মেহেরা	...	...	ফর্‌রাবিবির সহচরী।
কুলসম	...	...	মির্জ্জারোসন আলীর স্ত্রী।
মিরিয়ম	...	...	অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী কুমারী (মির্জ্জারোসন আলির আশ্রিতা)।

বাঁদীগণ।

আসল ও নকল।

প্রথম দৃশ্য।

ফর্‌রা বিবির শয্যা-কক্ষ।

ফর্‌রা বিবি।

(বাঁদীগণের গীত)

রমণীর রূপ, অতি অপরূপ, স্বরূপ মেলে না তার।
চাঁপার বরণ, চাঁদের কিরণ, সে রূপের কাছে ছার॥
তাহে যদি হয় গঠন সুন্দর,
সে সুন্দরী মুনিজন-মনোহর,
দেবতা মাতায়, পরে যদি তায়, যেথা যেবা অলঙ্কার।
কিবা সে কনক মুকুতা মাণিক কিবা বনফুলহার॥
বেণী বিনাইয়া মালা জড়াইয়া,
উজল মুকুট মাথায় পরিয়া,
দোলাইয়া দুল, শোভি কর্ণমূল, কটিতটে পরি হার।
কিঙ্কিণী কঙ্কণে নূপুর নিক্বণে মোহ করে ত্রিসংসার॥
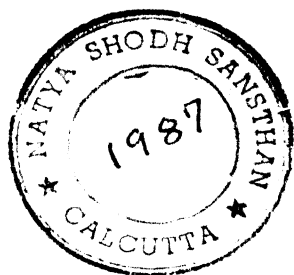
[বাঁদীগণের প্রস্থান।

(মেহেরার প্রবেশ)

ফর্‌রা। মেহেরা! কি পর্য্যন্ত কি ক'রে এলি? আমার পড়শী মির্জ্জা সাহেবের সংসারের খবর কি?

মেহেরা। মির্জ্জা সাহেবের নূতন গিন্নী কুলসমবিবির কাছে গেছ্‌লুম। সেখানে অনেক কথা শুনে এলুম।

ফর্‌রা। কি কি কথা বল্।

মেহেরা। কুলসমবিবি বল্লেন, গানেম ও জালিম দুই ভাইয়ের ভেতর মির্জ্জা সাহেব জালিম সাহেবকে খুব ভাল ব'লে জানেন, আর ভালও বাসেন, আর তার সঙ্গে যাতে মিরিয়মের বিবাহ হয়, সেই চেষ্টায় আছেন।

ফর্‌রা। মিরিয়মের মনোভাব কি?

মেহেরা। মিরিয়মের বাপ অগাধ ধনসম্পত্তি রেখে গেছে। বাপের হুকুম-মত না হয় সে মির্জ্জা সাহেবের বাড়ীতেই আছে, কিন্তু মির্জ্জা সাহেব তো আর জোর ক'রে তার বিবাহ দিতে পারে না। গানেম সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যত দোষই রটাই না কেন, মিরিয়ম কিন্তু তাকেই ভালবাসে।

ফর্‌রা। তা জানি, আর সেই জন্যই তো জালিমের সঙ্গে আমার এতটা ভাব রাথ্‌বার প্রয়োজন।

মেহেরা। ভাব রাখা কি, জালিম সাহেব তো আপনাকে নিকে ক'র্‌বেন।

ফর্‌রা। দূর ছুঁড়ী, ও নিকে ক'র্‌বে কি? আমি চাই গানেমকে, তা তুই বুঝতে পারিস্‌নি?

মেহেরা। তবে জালিম সাহেবের সঙ্গে আপনার এতটা কেন?

ফর্‌রা। জালিমটে বাইরে বড় ভাল, অথচ ভেতরে ভেতরে পাক্কা বদ-

মায়েস। ও মিরিয়মকে বিয়ে ক'রে তার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হ'তে চায়, অথচ সে ওকে চায় না, গানেমকে চায়। এদিকে আমি গানেমকে চাই। গানেম মদখোর মাতাল বটে, কিন্তু তার প্রাণ বড় শাদা।

মেহেরা। তা তো আপনারই মুখে শুন্‌ছি।

ফর্‌রা। গানেমের নামে খুব বদনাম রটাতে পার্‌লে, মিরিয়ম তাকে বিয়ে ক'র্‌তে চাইবে না, শেষে আমার সঙ্গে নিকে হবে। এদিকে মির্জ্জা সাহেব তো সুখ্যাতি ক'রেই থাকেন। এখন কুলসম জালিমের যাতে খুব সুখ্যাতি করে, আমরা তারি চেষ্টা ক'র্‌বো। শেষে মিরিয়ম তাকেই বিবাহ ক'র্‌বে। বুঝ্‌লি? এই জন্যে আমরা দু'জনে এক হ'য়েছি।

মেহেরা। (স্বগত) বুঝি সব, কিন্তু এক হওয়ার শেষটা দেখা যাবে। সেখ্‌জীর বনেয়া তো আমি।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। বিবি সাহেবা—সেলাম। শরীর কেমন?

ফর্‌রা। মন্দ কি!

জালিম। মেহেরা! ভাল তো?

ফর্‌রা। মেহেরার কথা আর ব'ল' না। পোড়ারমুখী যেন দিনকের দিন খুকী হ'চ্ছে। আজ ব'ল্‌তে তবে বুঝ্‌লে। নইলে মনে ক'রেছিল, আমায় বুঝি তুমি নিকে ক'র্‌বে ব'লে এত ঘন ঘন যাতায়াত কর।

জালিম। বুঝেছে তো! এখন আর ভাবনা নাই। ওর বুদ্ধি খুব পাকা। (স্বগত) হুঁ—বেটী বদমায়েসের গোড়ার ছে।

ফর্‌রা। তা জানি। ও এখন আমার ডান হাত, যদি না মজায়।

মেহেরা। ও কি কথা বিবি! আমায় অবিশ্বাস?

ফর্‌রা। না—রে—না, ওটা কথার কথা, কিছু মনে করিস্‌নি। জালিম্ সাহেব! তোমার মিরিয়মের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?

জালিম। না।

ফর্‌রা। গানেমের সঙ্গে।

জালিম। তাও হয়নি। তবে শুন্‌লুম, তোমার গুজব করার ফল ফলেছে—মিরিয়ম গানেমের সঙ্গে আর দেখা করে না।

ফর্‌রা। করে না? বেশ! মেহেরা! এ কাজের প্রশংসা তোরই প্রাপ্য। সে যা হোক্ জালিম সাহেব! গানেমের বিপদে পড়াটা দিনকের দিন বাড়্‌ছে তো?

জালিম। খুব বাড়্‌ছে, খুব ঘনীভূত হ'চ্ছে। কাল শুন্‌লুম, তার গাড়ী ঘোড়া সব নিলেম হ'য়ে গেছে। এখন পাঁওদলে হাঁট্‌তে হবে। অত অন্যায় ব্যয়ে মানুষের ক'দিন চলে?

ফর্‌রা। আহা! বেচারার কষ্ট শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়।

জালিম। কষ্ট হয় বই কি বিবিসাহেব! দোষী হ'লেও তার জন্য প্রাণটা কেমন করে, আহা! ভাই বটে তো? ইচ্ছা হয়—তার কিছু উপকার করি। ভাই বটে তো? না হয় সে দোষী, না হয় সে পাজী, না হয় সে নচ্ছার, না হয় সে যা কর্‌বার্ নয় তাই করে, তবু ভাই বটে তো?

ফর্‌রা। আহা! জালিম সাহেব! অত মমতার উচ্ছ্বাস কেন? এখানে যে শুধু আমরা র'য়েছি। মমতার উচ্ছ্বাস শোন্‌বার তো আর কেউ নেই?

জালিম। তা ঠিক! মির্জ্জা সাহেবের কাছেই এ সব কথার বাহার হবে। সে যা হোক্, এখন মিরিয়ম যাতে ও হতভাগাটার হাতে

না পড়ে, সেটা আমাদের করা উচিত। আর ওটাকে বদ্‌খেয়ালি থেকে ফেরাতে পারে, আপনি ছাড়া এমন তো আর কাউকে দেখি না।

মেহেরা। (স্বগত) মাণিকজোড়! কেউ কম ন'ন। এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। ইনি হ'লেন কু-মৎলবের রাণী, কেবল পরকুচ্ছ নিয়েই আছেন, অথচ নিজের স্বার্থটুকুর জন্য সব ক'র্‌তে পারেন; আর ইনি বাইরে সাধু, ভেতরে ভণ্ড, পাকা বদমায়েস। ওজন ক'রে—হিসেব ক'রে কথা কয়। কথা ক'য়ে কথাটা লাগ্‌লো কি না—তা কাণ পেতে শোনে। শুধু নিজের স্বার্থসাধনের সময় এক একবার নিজের মূর্ত্তি বা'র ক'রে ফেলে। (প্রকাশ্যে) বিবিসাহেব! আমি তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

জালিম। বিবি! একটা কথা ব'ল্‌ব কি?

ফর্‌রা। স্বচ্ছন্দে বল।

জালিম। মেহেরাকে অধিক বিশ্বাস করা ঠিক কি?

ফর্‌রা। কেন নয়?

জালিম। তা বলছি। সেখ সফেদকে জান' তো?

ফররা। কে সফেদ?

জালিম। আমাদের পুরাতন দাওয়ানজী। বাপজীর বড় প্রিয়পাত্র ছিল, এখন আমাকে সে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, অথচ গানেম ছোঁড়াকে ভালবাসে।

ফর্‌রা। তা'তে কি হ'য়েছে?

জালিম। আমি ক'দিন দেখেছি, মেহেরা তার কাছে যাওয়া—আসা করে।

ফর্‌রা। তাইতো! তা' মেহেরা কি আমাদের মৎলব ফাঁসাবে, মনে কর?

জালিম। আমার তো তাই বোধ। আমি এখন আসি, আপনি একটু লক্ষ্য রাখ্‌বেন।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মির্জ্জারৌসন আলীর কক্ষ।

(মির্জ্জা রৌসন আলীর প্রবেশ)

মির্জ্জা। (স্বগত) বেশী বয়েস পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থেকে এখন বিবাহ ক'রে কি বিপদেই প'ড়েছি! বিবাহের সম্বন্ধের সময় মনে ক'রেছিলুম, কতই সুখী হব। কোথায়? ছ'মাস না যেতে যেতে একেবারে বাঁদর ব'নে গেছি। সহুরে স্ত্রী তেমন সুবিধার হবে না ব'লে, বেছে বেছে পাড়া গাঁ থেকে নিয়ে এলুম, কোন জাঁকজমক জান্‌তো না, সামান্য পোষাক-আসাক, সামান্য গহনা-গাঁটীতেই সন্তুষ্ট হবে ভেবেছিলুম্। এখন দেখি, সহুরে মাগীমহলে মিশে, তাদের চেয়েও পাকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়াগাঁর অবস্থার কথা তুল্‌লে, এখন তেড়ে কামড়াতে আসে। এক্ তো টাকা নষ্ট ক'র্‌ছে, তার ওপর বাঁদরামির জন্যে বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্টা সইতে হ'চ্ছে। ভালবেসেই যে মুস্কিলে প'ড়ে গেছি, নইলে কিছুতেই সইতুম না।

(সেখ সফেদের প্রবেশ)

সেখ। মির্জ্জা সাহেব! সেলাম। কেমন আছেন?

মির্জ্জা। বড় খারাপ সেখজী—বড় খারাপ! চব্বিশ ঘণ্টাই ত্যক্ত বিরক্ত হ'য়ে আছি।

সেখ। কেন? আজ আবার কি হ'লো?

মির্জ্জা। যে বুড়ো বয়সে বিবাহ ক'রেছে, তাকে আবার এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো ?

সেখ। সে কি ? আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনার কোন অশান্তির কারণ হন নি ?

মির্জ্জা। কেন, কেউ কি ব'লেছে যে, সে ম'রে গেছে ?

সেখ। ছিঃ ! আপনি যখন তাঁকে ভালবাসেন, তখন মেজাজের একটু গরমিলের জন্য এমনটা করা ভাল দেখায় না।

মির্জ্জা। কিন্তু সেখজী ! দোষটা যে ষোল আনাই তার। তুমি ত জান, আমার মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোক দুনিয়ায় আর নাই। আর আমি ত্যক্ত-বিরক্ত হওয়া একেবারেই ভালবাসি না। আর এই কথা তারে দিনে রেতে হাজারবার বলি, হাজারবার বুঝিয়ে দিই। সে কথাই তো বুঝ্‌বে না ; আবার তার ওপর আমি দু'চক্ষে যা'দের দেখ্‌তে পারি না, সেই ফর্‌রা বিবির দলে গিয়ে মিশ্‌বে। তা'দের মৎলব নিয়ে আমায় জ্বালাতন ক'রে মার্‌বে। শুধু তাই কি ? সে একা কি ? মিরিয়ম ছুঁড়ীও আমার কথা শুন্‌তে চায় না, যা'র সঙ্গে বিবাহ দেব ব'লে চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই তা'কে বিবাহ ক'র্‌বে না। মৎলব—সেই বাঁদর বদ্‌মাইস ছোঁড়াটাকে বিবাহ করা।

সেখ। দেখুন মির্জ্জা সাহেব ! ওদের দু'ভেয়ের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আপনার বরাবরই মতের অমিল আছে। চরিত্র সম্বন্ধে বড় যাই হোক্ না কেন, ছোটটীর কিন্তু এখনও শোধ্‌রাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমার মৃত মনিব—ওদের পিতাও যৌবনে একটু ইতস্ততঃ ক'রে-ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে কি সুযশ রেখে গেছেন, তা ত আপনার অগোচর নাই ?

মির্জ্জা। তুমি যাই বল, আমার মতের কিন্তু পরিবর্ত্তন হবে না।

সেখ। তা না হোক্, এখন আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন।

মির্জ্জা। কি—কি—শুনিই না।

সেখ। আপনার বন্ধু—আমার মৃত মনিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বয়রাম বাহাদুর আরবস্থান থেকে ফিরে এসেছেন।

মির্জ্জা। এত শিগ্‌গীর এল! তা বেশ হ'য়েছে। প্রায় ষোল বছরের পর দেখা হবে।

সেখ। তিনি একটী কথা ব'লে দিয়েছেন। তাঁর ভাইপো দু'জন যেন না টের পায়, তিনি এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা—গুপ্তভাবে থেকে তাদের উভয়ের স্বভাব পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেন।

মির্জ্জা। তাই হবে! এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কি,—আমার বিবাহের কথা বয়রাম জান্‌তে পেরেছে কি?

সেখ। হাঁ। শীঘ্রই এসে আপনার সুখে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌বেন, ব'লেছেন।

মির্জ্জা। আনন্দ ক'র্‌তে আস্‌বে—না, ঠাট্টা ক'র্‌তে আস্‌বে? চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বো ব'লে দু'জনে কত পরামর্শই ক'রেছিলুম। সে ঠিক্ আছে; আমি কিন্তু নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে ব'সে আছি। যাই হোক্ সেখজী! বিবির সঙ্গে আমার যে বনিবনাও হ'চ্ছে না, তা' যেন না বয়রাম টের পায়।

সেখ। না তা' পাবেন না। আমি এখন আসি।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

মির্জ্জা। বড় ঠাট্টা ক'র্‌বে! কি ক'র্‌বো, সহ্য ক'রতেই হবে।

(কুলসম বিবির প্রবেশ)

কুল। মির্জ্জা সাহেব! যা ব'লেছিলুম।

মির্জ্জা। কুলসম বিবি—কুলসম বিবি! আমি আর কিছুতেই সহ্য ক'র্‌বো না।

কুল। মির্জ্জা সাহেব—মির্জ্জা সাহেব! তুমি সহ্য কর আর না কর, সে তোমার খুসী। কিন্তু আমার যা'ইচ্ছা হবে—যা'ভাল বোধ ক'র্‌বো, আমি তাই ক'র্‌বো। কাউকে মান্‌বো না। দেখেছি ত সহরের বড় বড় ঘরয়ানার মেয়েরা, বিবাহের পর কারো এন্তাজারী হ'য়ে থাক্‌তে ভালবাসে না—চায়ও না।

মির্জ্জা। তা' ভালই না বাসো—আর নাইই চাও,—আমি কিন্তু তোমার অন্যায় ব্যয়ে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে দায়গ্রস্ত ক'র্‌বো না।

কুল। অন্যায় ব্যয়? আমি অন্যায় ব্যয় করি? বড় ঘরয়ানার মেয়ে-বউদের চেয়ে আমি কিছুতেই বেশী ব্যয় করি না।

মির্জ্জা। বেশ্ বেশ্! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও যে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর কোন প্রভুত্ব থাক্‌বে না, কোন আধিপত্য চ'ল্‌বে না?

কুল। প্রভুত্ব! আধিপত্য! তাই যদি তোমার বাসনা ছিল, তবে তুমি আমায় বিবাহ না ক'রে পুষ্যি নিলে না কেন? তোমার যে বয়স, তাতে ঐ সম্বন্ধেই বেশ মানাতো।

মির্জ্জা। কি!—আমাকে বুড়ো বলা! এখন দেখ্‌ছি, আগেকার কথা তোমার কিছু মনে নাই। আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে তোমার কি অবস্থা ছিল, তা' কি একেবারেই ভুলে গেছ!

কুল। না—তা ভুলিনি। অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তা না হ'লে তোমায় বিয়ে ক'র্‌বো কেন?

মির্জ্জা। কেমন খারাপ—মনে আছে তো? তোমার পিতা চাষবাস ক'রে খান। যখন প্রথম তোমায় দেখ্‌লেম, তখন দেখি গাছতলায় ব'সে কাঁথা সেলাই ক'চ্ছ। পরণে মোটা কাপড়, হাতে রুলী, মাথায় বেণে

খোঁপা। তোমার বাপের খড়ো চালের ভেতর গিয়ে দেখি, খাট-পালঙ্গও নেই, কিংখাব-মোড়া সাটিনের বালিশ-বিছানাও নেই! আছে কেবল কতকগুলো কাঁথা ধোকড়া, আর বসার জন্যে ঝঁ্যাতলা মাদুর। কেমন, এই তো? আর তোমার দৈনিক কাজ ছিল কি মনে আছে তো?

কুল। তা' মনে আছে। গইলে গিয়ে গরু দেখা, মোরগ-মুরগীর খাবার যোগান, রান্না-বান্নায় যোগাড় দেওয়া, আর পিসীবুড়ীর বেরাল দুটোকে চ'খে চ'খে রাখা!

মির্জ্জা। ঠিক মনে আছে। আর এখন? পরণে যত উচ্চদরের পোষাক হ'তে হয়, তাই। হাতে হীরের বালা, চুনী পান্নার বাজুবন্দ, গলায় মতির মালা, মাথায় মোহন বেণী, তার ওপর সোণার মটুক। খ'ড়ো চালের বদলে আমীর-ওমরার অট্টালিকা, হর-রকমের সাজানো ঘর, হাতীর দাঁতের খাট পালঙ্গ, মুক্তোর ঝালর দেওয়া মশারি, কিংখাব-মোড়া বিছানা, আর দৈনিক কাজের ভেতর খাওয়া শোওয়া, আর বাজে টাকা খরচ ক'রতে পালকী ক'রে সহরময় ঘুরে বেড়ান।

কুল। হ্যাঁ—তুমি আমার জন্য অনেক ক'রেছ, তোমার অসীম দয়া। এখন আর একটী কাজ ক'রলেই আমি চরিতার্থ হই।

মির্জ্জা। আমি ম'রে গিয়ে তোমাকে বিধবা ক'রে দেওয়া?

কুল। উহুঁ—উহুঁ—

মির্জ্জা। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু সেটী সহজে হবে না। আপনার ব্যবহারে আমার যতই ধৈর্য্যচ্যুতি হোক্ না কেন, আমি তার জন্য কিছুতেই আত্মহত্যা ক'রবো না, আপনি ঠিক জানবেন।

কুল। তা' হ'লে প্রতিপদে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'চ্ছো কেন? একটু সৌখিন খরচ ক'রলেই অজ্ঞান হ'য়ে যাও!

মির্জ্জা। একটু সৌখিন খরচ! বিবাহের আগে তোমার কি এই সব সৌখিন খরচ ছিল?

কুল। না, তা ছিল না। কিন্তু এখন যদি এই সব খরচ না করি, তা' হ'লে যে লোকে ব'ল্‌বে—আমার পছন্দ নেই, তোমরাই যে নিন্দে হবে, তা' কি বুঝ্‌তে পারছ না?

মির্জ্জা। আবার পছন্দ! বিবাহের আগে এ পছন্দ ছিল কোথা?

কুল। হাঁ হাঁ, সে কথা ঠিক। এই এতক্ষণ পরে তুমি একটী সত্য কথা ব'লেছ। তোমার মত স্বামী যখন আমি পছন্দ ক'রে বিবাহ ক'রেছি তখন বিবাহের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আমার পছন্দ জ্ঞান ছিল না; এ কথা আমি একশো বার স্বীকার করি। সে যা হোক্, আর বাজে কথায় কাজ নেই। আমি বেশ বুঝেছি, তুমি সহমানে দেবে না, আমিও কিন্তু না নিয়ে ছাড়্‌বো না। কি ক'রে নিতে হয়, দলের মাথা মাথা গিন্নীবান্নীদের কাছে গিয়ে এখনি তার পরামর্শ নেব।

মির্জ্জা। ফর্‌রা বিবির বাড়ী বুঝি যেতে হবে?

কুল। যাবই তো—এই চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

মির্জ্জা। মজালে! ভালবাসিয়ে মজালে! যখন ঝগড়া ক'রে, তখনও যেন মাধুর্য্য দেখ্‌তে পাই! কে জানে—কি হয়তো জানে! যাদু কি? তা হবে! নইলে চ'টেও চটিনা কেন?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মির্জ্জা রৌসন আলীর বাটী-সংলগ্ন উদ্যান।

বাঁদীগণের গীত।

ভালবাসা ভোলা কি যায় বুকের ভেতর বাঁধে বাসা।
প্রেমিক হারে, প্রেম না হারে, নিরাশায় সে আনে আশা॥
সন্দ যখন আগুন জ্বেলে দেয়,
দপ্‌দপিয়ে উঠে আগুন এদিক্ ওদিক্ নেয়,
আসল দিক্‌টি ধরেনাকো,
পুড়িয়ে ভস্ম করেনাকো,
ঘুচ্‌লে ধন্ধ মিট্‌লে দ্বন্দ্ব, কি আনন্দ-নীরে ভাসা,
যে স'য়েছে সেই সে জানে, সেই বুঝেছে ভালবাসা॥

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

(বয়রাম বাহাদুর ও সেখ সফেদের প্রবেশ)

বয়। হাঃ হাঃ হাঃ! আমার বাল্য-বন্ধু তবে বিবাহ ক'রেছে! কেমন? আবার বেচে গুচে পাড়া গাঁ থেকে ছুক্‌রী এনেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! এতকাল অবিবাহিত থেকেও শেষ রক্ষে ক'র্‌তে পার্‌লে না।

সেখ। আপনি তা'কে তাই নিয়ে ব্যঙ্গ ক'র্‌বেন না, বড় দুঃখিত হবেন।

বয়। তা' ক'র্‌বো না। সবে ছ' সাত মাস—এখন যা'ক্। এর পর যখন নাকে কাঁদ্‌বে, তখন দেখা যাবে—কেমন? হাঁ, আর কি ব'ল্‌ছিলে?—রৌসন আলী আমার ছোট ভাইপোকে দেখ্‌তে পারে না?

সেখ। তা'তে। পারেনই না। তা' ছাড়া ঐ যে আমি বিধবা ফর্‌রা বিবির কথা ব'ল্‌ছিলেম, সে বড় কুৎসাপ্রিয়া স্ত্রীলোক, সেও গানেম সাহেবের কুৎসা রটিয়েছে। আর আপনার বন্ধু তাই শুনে আমোদ ক'রে থাকেন।

বয়। আমি জানি, দুনিয়ায় কতকগুলো কুৎসাপ্রিয় লোক থাকে, তাদের হাতে কোন কাজ না থাক্‌লে, সময় কাটাবার জন্যে লোকের চরিত্র নষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টা পায়। তা' ব'লে তুমি মনে ক'রো না যে, আমি সেই সব দুষ্ট লোকদের কথায় গানেমের উপর আগে ভাগে রাগ ক'রে বসে থাক্‌বো, যদি আমি জান্‌তে পারি যে, সে বেচারি কোন নীচ কাজ করেনি, কারও মনে ব্যাথা দেয়নি, তা' হ'লে তার অপব্যয়ের জন্য আমি একটুও দুঃখিত হবো না। বরঞ্চ যাতে সে আরও ব্যয় ক'র্‌তে পারে, তার উপায় ক'রে দেব।

সেথ। তা যদি করেন, আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি, সে ভাল হবে। আমার মৃত মনিবের অভাগা সন্তানের যে একজনও বন্ধু আছে, এ শুনে আমার প্রাণটা সুস্থির হ'লো। ঐ যে মির্জ্জা সাহেব আস্‌ছেন।

বয়। সেই তো বটে! কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! বিবাহিত পুরুষের চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয় যেন ওর মুখে আঁকা র'য়েছে। স্বামিত্বের দায়ে যে অস্থির, তা এই দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

(মির্জ্জা রৌসন আলীর প্রবেশ)

মির্জ্জা। আরে কে ও—বয়রাম বাহাদুর! এস এস, ভাই এস। (আলিঙ্গন।)

বয়। তুমি কেমন আছ বন্ধু?

মির্জ্জা। মন্দ কি! আঃ—আজ ষোল বৎসর পর দেখা। এর ভেতর কত কি ঘ'টে গেছে বন্ধু, তা' আর বল্‌ব কি?

বয়। আমারও জীবনে অনেক ঘটনা ঘ'টে গেছে বন্ধু! হাঁ, তুমি নাকি বিবাহবাঁধনে বাঁধা প'ড়েছ? তা' বেশ ক'রেছ। এখন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

মির্জ্জা। হাঁ বন্ধু হাঁ, ও কাজ ক'রে ফেলেছি বটে। তা—সে কথা এখন থাক্।

বয়। অবশ্য! অবশ্য! বহুদিনের পর দুই বন্ধুতে দেখা হ'লো, আগে থাক্‌তে দুঃখের কাহিনী নিয়ে নাড়া চাড়া ভাল নয়।

সেখ। (জনান্তিকে) ও কি ব'ল্‌ছেন?

বয়। হাঁ বন্ধু, আমার নাকি একটা ভাইপো বড় দুরন্ত হ'য়েছে?

মির্জ্জা। দুষ্ট দুরন্ত! একেবারে মাটী হ'য়ে অধঃপাতে গেছে। যাই হোক্, জালিমকে নিয়ে তুমি সুখী হবে। তার চরিত্র যুবাপুরুষের আদর্শ। সবাই তার সুখ্যাতি করে।

বয়। সবাই সুখ্যাতি করে? সে কি! তা' হলে ত' বড়ই দুঃখের কথা!

মির্জ্জা। দুঃখের কথা কেন?

বয়। দুঃখের কথা নয়? সবাই যখন সুখ্যাতি করে, তখন অবশ্য সে সবাকার কাছে আত্মগোপন ক'রে থাকে। সবার সুখ্যাতি তো খোসামুদেরা পেয়ে থাকে। যার কাছে যেমন, তার কাছে তেমন তো সুবিধার কথা নয়!

মির্জ্জা আচ্ছা, তা'র সঙ্গে দেখা হ'লে, তা'র সঙ্গে দুটো কথা কইলেই বুঝতে পা'র্‌বে, সে কি দরের ছেলে। তার ভাব বড় উচ্চ।

বয়। ভাব ফেলে দাও, কথা ফেলে দাও, সে সব বুঝি না। দুটো নীতিকথা কইলেই যে ভাল হ'লো, তা'র মানে নাই। যাই হোক্, আমি এখন দু'জনের কাউকে ভাল কি মন্দ ব'ল্‌তে চাই না। আমাতে আর সেখজীতে একটা মতলব ক'রেছি, তা'তে দু'জনের অন্তরের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বো।

মির্জ্জা। কি মতলব ঠিক ক'রেছ?

বয়। আস্‌গার মিঞা বলে একটী লোক ছেলেদের মামার বাড়ীর সুবাদে মামা হয়। তার বড় কারবার ছিল। দেনায় সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে তা'কে দেওয়ানী জেলে যেতে হয়। সেই জেল থেকে সে দু'ভাইকেই সাহায্যের প্রার্থী হ'য়ে পত্র লেখে। জালিম কিছু দেয়নি ; কিন্তু গানেম নাকি সে সময় তা'র হাতে যা' ছিল, তা'ই পাঠিয়ে দেয়। এখন আমার মতলব, আমি সেই আস্‌গার মিঞা—যেন বাকী টাকা যোগাড় ক'র্‌বার জন্য—জেল থেকে জামিন দিয়ে এসেছি, এম্‌নি ভাব দেখাব। দু'জনের কাছেই যাব, দেখি কা'র হৃদয় কেমন ?

মির্জ্জা। তারা কি আস্‌গারকে দেখেনি ?

বয়। না।

মির্জ্জা। তবে দেখ।

সেথ। এখন তবে সেই জহুরীকে ডাকি বয়রাম সাহেব ?

বয়। ডাক।

মির্জ্জা। কে জহুরী ?

সেথ। গানেমকে বিপদ থেকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য সে লোকটা ঢের চেষ্টা ক'রেছে—এখনও ক'র্‌ছে। (নেপথ্যাভিমুখ হইয়া) ওরে, ঐ হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটিকে এইখানে পাঠিয়ে দে।

(মাণিকরাম জহুরীর প্রবেশ)

সেথ। জহুরী ম'শায় ! এঁর্‌ই নাম বয়রাম বাহাদুর।

(মাণিকরামের অভিবাদন)

বয়। আমি শুনেছি, আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গানেম সাহেবের সুবিধা-জনক কার্য্য ক'রেছেন।

মাণিক। নেহি জনাব ! হামি কিছুই ক'র্‌তে পারে না। গানেম সাহেব

যো বখৎ হামার কাছে আইলেন, তখন তেনার কাছে কুছু ছিল না, সব টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে।

বয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, বেশী সুবিধা ক'র্‌তে পারনি ; কিন্তু যা হোক, কিছু ক'রেছ তো ?

মাণিক। সে কথা তিনিই জানেন। হামি কারো কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আজ একটা লোক্‌কে গানেম সাহেবের কাছে নিয়ে যাবার কথা আছে, সে গানেম সাহেবকে জানে না, লেকেন কিছু টাকা ধার দিবে।

বয়। জানেনা, অথচ টাকা ধার দেবে,—কেমন ?

মাণিক। হামার কথায় দিবে। তার নাম বিয়াজ বিহারী ; আগে দালালি ক'র্‌তো, এখন ধনী হ'য়ে প'ড়েছে।

মির্জ্জা। বাহাদুর ! আমার একটা মতলব মাথায় আস্‌ছে।

বয়। কি মতলব ?

মির্জ্জা। গানেমের সঙ্গে বিয়াজ বিহারীর সঙ্গে যখন জানা শুন' নাই, তখন তুমি কেন বিয়াজ বিহারী হ'য়ে গানেমের সঙ্গে কথা কওগেনা, তা হ'লে তার বিদ্যা-বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাবে এখন।

বয়। মন্দ কি ! এটা সেজে গানেমের কাছে যাই, আর সেই দুঃখী মামা সেজে জালিমের কাছে যাব এখন।

মির্জ্জা। তাই কর ভাই, কিন্তু জালিমকে তুমি ঠকাতে পার্‌বে না।

বয়। ভালই তো ! আর এক কথা, যাব তো, কিন্তু তোমাদের মত টাকা ধার দেওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইবো কি ক'রে ? সুদ-টুদের কথা কি রকম ব'ল্‌বো ? কখনও ধার করিওনি, ধার দিইওনি। শত-করা সাত আট টাকা সুদের কথা ব'ল্‌লে হবে না ?

মাণিক। নেহি নেহি সাহেব ! সে কাজ ক'র্‌বেন না ; সে টাকা ধার

নিতে জানে, সাত আট টাকা সুদের কথা ব'ল্‌লে, বুঝ্‌বে—ঝুট্‌কথা।

বয়। তবে কত ব'ল্‌তে হবে ?

মাণিক। সেটা কি জানেন সাহেব, যে যেমন—তার কাছে তেমনি নিতে হয়। যদি দেখ্‌লেন—টাকা নেবার তত খেয়াল নেই, শতকরা পঞ্চাশ টাকা ব'ল্‌তে হয়। আর যদি দেখ্‌লেন—টাকার জরুরী দরকার, শও টাকায় শও টাকা।

মির্জ্জা। বাহাদুর! চূড়ান্ত ব্যবসা শিখ্‌ছো।

মাণিক। আরও অনেক কথা আছে।

বয়। বলুন। (জনান্তিকে) এ মহাপুরুষেরা কি হিসেবে মড়ার মাস ছিঁড়ে খান, সেটা শুনে নিই।

মাণিক। চলুন চলুন সাহেব, পথে যাইতে যাইতে সব বলিয়ে দিব।

[মির্জ্জা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে কুলসম বিবির প্রবেশ)

কুল। (আদরভাবে) আচ্ছা মির্জ্জা সাহেব! তুমি মনে কর, আমি তোমায় একেবারেই ভালবাসি না ?

মির্জ্জা। ভালবাসা তত সহজ নয়। তবে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্য ক'রে আমায় সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পার্‌লে, আমি ব'র্ত্তে যাই।

কুল। কেন ? আমি কি তা করি না মির্জ্জা সাহেব! আমি তোমায় দিবারাত্তির সন্তুষ্ট দেখ্‌তে চাই। (পার্শ্বে উপবেশন।)

মির্জ্জা। তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে, আমাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পারো।

কুল। আমি ত তাই চাই, তুমি বুঝ্‌বে না, তার কি বল ?

(উভয়ের গীত।)

কুল। আমি কি রত্ন তা' বুঝ্‌লেনা, আমায় তুমি চিন্‌লেনা।
আমি কোন্ ভাঁড়ারের কোন্ কোহিনুর, তাও তো তুমি জান্‌লে না,
আমি কোন্ স্বরগের কোন্ পারিজাত, তাওতো তুমি বুঝ্‌লে না।

মির্জ্জা। আমার ভাব্‌তে বাকী নেই,
আমার জান্‌তে বাকী নেই,
তবে সব সময়ে রত্নটীকে খুঁজেও যে না পাই,
পারিজাত ভেবেও যে হাতড়াই।
কুল। তুমি পায়ে যে ঠেলো ভাই,
মির্জ্জা। ছিঃ ছিঃ! মিথ্যে ব'ল্‌তে নেই,
কুল। কেন? সে দিন যখন ঠেল্‌লে পায়ে, কই তো ফিরে তুল্‌লে না,
মির্জ্জা। সে দিন অত খোসামোদ ক'র্‌হ্মু যখন, কই তো তুমি নড়্‌লে না,
কুল। সেটা কেবল তোমার ছল,
গোড়া কেটে তার আগডালেতে ঢাল্‌তে গেছলে জল,
মির্জ্জা। অমন কথাটী ক'য়ো না,
কুল। তুমি অমাস্থি হ'য়ো না,
মির্জ্জা। আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, পায়ে ধরেছি (তুমি) একটী কথাও কইলে না।
কুল। বটে! তাই কি?
মির্জ্জা। বল, নয় কি?
কুল। ভাল, ঠ'কমু এবার ঠকের কাছে, ঠকেও তুমি ঠ'ক্‌লেনা,
তোমায় তুষ্ট রেখে ব'ল্‌বো—কই আর ঠকাতে পা'র্‌লে না।
কুল। বিশেষ আজ তোমায় সন্তুষ্ট রাখা বড়ই ইচ্ছা।
মির্জ্জা। কেন? কিছু চাও না কি?
কুল। চাইই তো।
মির্জ্জা। কত?
কুল। দু' হাজার টাকা।
মির্জ্জা দু' হাজার টাকা? দু'হাজার টাকা বাজে খরচ না ক'রেও আমি মেজাজ ভাল রাখ্‌তে পারি। তবে তুমি যখন এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ, তখন তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই। কিন্তু যে রকম কথা ক'চ্ছ, এরকমটা চল্‌বে তো?

কুল। তোমার ইচ্ছা। আমি তো চাই মিটে যা'ক্। তুমিই তো কেবল ঝগড়া কর।

মির্জ্জা। বেশ্, এখন থেকে আমরা যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল।

কুল। একটী ডালে দুটী পাখী। দেখো মির্জ্জা সাহেব! আর কখন যেন অমিল না হয়।

মির্জ্জা। কখন না। কিন্তু দেখ প্রিয়তমে! তোমাকে একটু সতর্ক হ'য়ে চ'ল্‌তে হবে। কারণ, আমাদের যত ঝগড়া হ'য়েছে, তুমিই প্রথম আরম্ভ ক'রেছ।

কুল। মাপ কর প্রিয়তম! তুমিই আগে চ'টিয়ে দিতে—তবে।

মির্জ্জা এই তো প্রাণেশ্বরি! কথা কাটাকাটিতে কি বন্ধুত্ব থাকে!

কুল। তবেই তো প্রাণেশ্বর! তুমিই ত আগে আরম্ভ ক'র্‌লে, না ক'র্‌লেই তো পারো।

মির্জ্জা। এই!—আবার বুঝি আরম্ভ হয়!

কুল। তা তুমি যদি শুধু শুধু—

মির্জ্জা। নাঃ!—ঝগড়া না ক'রে দেখ্‌ছি ছাড়্‌বে না।

কুল। কখনও না! আমা হ'তে হবে না! কিন্তু তুমি যে রকম কর্কশ লোক—

মির্জ্জা। ঐ দেখ, এবারে কে আগে আরম্ভ ক'র্‌লে?

কুল। কেন—তুমি! আমি ত কিছু বলিনি, তবে তুমি বড় বদ্-মেজাজি।

মির্জ্জা। বদ্-মেজাজি তুমি।

কুল। আমার মাস্‌তুতো বোন্ যা ব'লেছিল, তা ঠিক্ হ'য়েছে।

মির্জ্জা। তোমার মাস্‌তুতো বোন্ বাঁদরী।

কুল। আমার আপনার লোককে যে নিন্দে করে—সে হনুমান।

মির্জ্জা। আর যদি কখন আমি তোমার সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে আসি, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমি তাই।

কুল। বেশ তো, কে তোমার সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে চায়?

মির্জ্জা। আমি পাগল, তাই তোমার মত একটা পাড়াগেঁয়ে অসভ্য অভব্য নির্ব্বোধ জঙ্গ্‌লীকে বিয়ে ক'রেছিলুম।

কুল। আমায়ও, যারা, তোমার মত বেরূপ বেঢং পঞ্চাশ বছর বয়সের একটা বুড়ো ধিঙ্গির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, তাদের পেলে দশ কথা শুনিয়ে দিই।

মির্জ্জা। তোমার বুক বড় বেড়ে গেছে। তুমি দেখ্‌ছি সব পারো। গানেমের সঙ্গে যে কথা র'টেছে, আমার এখন তা' বিশ্বাস হ'চ্ছে।

কুল। সাবধান মির্জ্জা সাহেব! ও কথা যদি ফের বল, আমি এখনি রসাতল ক'র্‌বো, হ্যাঁ—আমার এক কথা।

মির্জ্জা। বেশ কথা, তুমি আলাদা থাক, মাসোহারা পাবে, আর তাল্লাক দিয়ে একেবারে ছাড়াছাড়ি চা'ও, তাও ক'র্‌তে পার। আমি কিছু-তেই আর তোমার সঙ্গে একত্র বাস ক'র্‌বো না।

কুল। বেশ কথা, তুমি যা' ব'ল্‌লে, আমি তাতে খুব সম্মত। এইবারে দেখ্‌ছি, আমাদের আবার এক মত হ'য়েছে। এখন যথার্থই আমরা এক বোঁটায় দুটী ফুল, কি বল প্রাণেশ্বর! ইস্‌! বেজায় রেগেছ, একটু ঠাণ্ডা হও। [প্রস্থান।

মির্জ্জা। কি আপদ্‌! কিছুতেই রাগাতে পা'র্‌লুম না! হায় হায়! আমার কি একটুও ক্ষমতা নেই? তা' হোক, আমি যতই ওকে ভালবাসি না কেন, এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'র্‌তেই হবে। আমি আর কিছুতেই সহ্য ক'র্‌বো না, আমার বুক ভেঙ্গে গেলেও নয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মির্জ্জারৌসন আলীর বাটী।

মিরিয়ম।

মিরি। (স্বগত) এমন বিপদেও মানুষে প'ড়ে? যা' চাই—তা' পাই না; অথচ যা' চাই না, তা' দলে দলে এসে হাজির হয়। শুধু হাজির! —তা'র জন্য যা'রা প্রাণের কথা জানে না—তাদেরই বা কত চেষ্টা। প্রাণটা যেন তা'দের পক্ষে ছেলে মানুষের খেলনার জিনিষ।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। মিরিয়ম! তুমি এখানে, আর আমি রাজ্যময় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মিরি। অপরাধ আমার!

জালিম। অপরাধ তোমার নয়, অপরাধ আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার।

মিরি। কি আশা জালিম সাহেব?

জালিম। যে আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রে এতদিন আগুনে পুড়্ছি।

মিরি। আমি বলি, বাজে কাজে:অত পোড়াপুড়ি ভাল দেখায় না।

জালিম। বাজে কাজ? প্রাণ দিয়ে ভালবাসাটা কি বাজে কাজ?

মিরি। যেখানে ফিরে পাবার ভরসা নেই, সেখানে বাজে কাজ নয় কি?

জালিম। কেন ফিরে পাবার নয় মিরিয়ম?

মিরি। কেন ফিরে পাবার নয় জিজ্ঞাসা ক'রে, আমায় কষ্ট দিওনা জালিম সাহেব!

জালিম। আমি কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু আমার কষ্ট যে তুমি বুঝ্ছো না, এই বড় দুঃখ।

মিরি। বুঝি সব, কিন্তু বুঝেও যে কিছু ক'র্তে পারি না, আমারও এই বড় দুঃখ।

জালিম। আমি যে প্রাণে বড় আঘাত পাচ্ছি, সেটা তো তুমি বুঝ্‌ছো মিরিয়ম?

মিরি। সেটা আর কই বুঝ্‌ছি জালিম সাহেব?

জালিম। তোমার মত বুদ্ধিমতীর বোঝা উচিত, এই আমার বোধ।

মিরি। তুমি তো কম বুদ্ধিমান্ নও। কিন্তু যে হিসেবে তোমার বুদ্ধি চ'লে থাকে, সে হিসেবে আমার বুদ্ধি হয় তো চলে না, বা চ'ল্‌তে চায় না, তার কি?

জালিম। তা' হ'লে বোধ হয় মির্জ্জা সাহেব যা' ব'লে থাকেন, তাই ঠিক।

মিরি। তিনি আবার তোমায় কি ব'লেছেন?

জালিম। তিনি বলেন, বালিকাটী নির্ব্বোধ, তা'র উচিতানুচিত বোধ নেই, সে ভালমন্দ চেনে না,—নইলে—না, আর ব'ল্‌বো না।

মিরি। হোক্ না, ক্ষতি কি?

জালিম। নইলে একটা অসচ্চরিত্র যুবকের জন্য প্রাণপাত করে কেন?

মিরি। কে অসচ্চরিত্র যুবক?

জালিম। আমার বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু প্রাণের জ্বালায় বলি, সে আমার কনিষ্ঠ সহোদর।

মিরি। গানেম সাহেব কেমন, এই তো? কিন্তু তার জন্য প্রাণপাত করি আর না করি,—এটা জেনো জালিম সাহেব! বিপদের সময় যে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পর্য্যন্ত সহানুভূতি হারিয়েছে,তা'কে আমার যতদূর সাধ্য সাহায্য ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। [প্রস্থানোদ্যোগ।

জালিম। রাগ ক'রো না মিরিয়ম—আমি—

[নতজানু হইয়া উপবেশন।

(মিরিয়মের পশ্চাদ্দিক্ হইতে কুলসম বিবির প্রবেশ)

জালিম। (দেখিয়া স্বগত) কি মুস্কিল! কুলসম যে! (প্রকাশ্যে

মিরিয়মের প্রতি) না—তুমি এ কাজ ক'রো না। তোমার উচিত নয়। যদিও আমি কুলসম বিবিকে যথেষ্ট খাতির করি—

মিরি। কুলসম বিবি! ও আবার কি কথা?

জালিম। দেখ—যদি মির্জ্জা সাহেব সন্দেহ করেন যে—

কুল। (অগ্রসর হইয়া) এ আবার কি কথা? মিরিয়ম! তুমি ওপরে যাও।

[মিরিয়মের প্রস্থান।

কুল। জালিম সাহেব! ব্যাপার কি?

জালিম। না—এ—গে—এমন কিছু না। আর, কিছু নয়ই বা কেন? হ'য়েছে কি জানো কুলসম বিবি, আমি যে,—কিসে তুমি মনের সুখে থাক্‌তে পাও, সেই চেষ্টা করি, তা ও জান্‌তে পেরেছে, পেরে একটা সন্দেহও ক'রেছে। ক'রে,—মির্জ্জা সাহেবকে তাই জানাবে ব'ল্‌ছিল, আমি তাই ওকে বোঝাচ্ছিলুম যে, ছিঃ—এমন কথা মির্জ্জা সাহেবকে জানিও না।

কুল। বটে? বোঝাবার এ এক নূতন ঢং বটে! হাটু গেড়ে ব'সে বোঝান বড় মন্দ ঢং নয়—কেমন জালিম সাহেব!

জালিম। কি করি কুলসম বিবি! ওটা ছেলে মানুষ, সহজে বোঝে না। তাই—তাই—ঐ রকম ক'রে বোঝাচ্ছিলুম।

কুল। বুঝ্‌লে কি?

জালিম। তা' বুঝেছে। এখন সে কথাটার কি কুলসম বিবি?

কুল। কোন্ কথাটা জালিম সাহেব?

জালিম। বাঃ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই যে বাড়ী দেখার কথাটা।

কুল। ওঃ!—তোমার সেই নূতন বাড়ী কেমন সাজিয়েছ, তাই দেখ্‌তে যাবার কথাটা? তা দেখি—পারি যদি, যাবো।

জালিম। পারি—য—দি—যা—বো। কথাটা কি ভাল হ’লো?

কুল। যাবো হে যাবো। কিন্তু যাওয়াটা দুষণীয় না হয়।

জালিম। দুষণীয় কেন হবে? আমরা হঠাৎ কোন অপকার্য্য ক’চ্ছি না।

কুল। তা’ ক’চ্ছি না বটে! কিন্তু আমরা পল্লীগ্রামের মেয়ে—হাজার রাগ হ’লেও—

জালিম। স্বামীর যা’তে মাথা হেঁট হয়, এমন কার্য্য কর’না, এই তো?

কুল। মিষ্টিমুখো মানুষ—তুমি বড় দুষ্টু। এখন আর না, উপরে যাই।

জালিম। আমিও যাই।

কুল। না, আমার সঙ্গে নয়। যাও তো, একটু পরে যেয়ো।

[প্রস্থান।

জালিম। (স্বগত) নিজের মৎলব সিদ্ধ ক’র্‌তে গিয়ে আচ্ছা এক বিপদজালে জড়িয়ে প’ড়্‌ছি তো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সচ্চরিত্রতার ভাণ ক’র্‌তে গিয়ে ক্রমে সব এমন অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হ’তে হচ্ছে, যে শেষকালে মিথ্যে মুখোসটী খোসে আসল মূর্ত্তিটী না বেরিয়ে পড়ে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গানেমের কক্ষ।

(গানেম সহ ইয়ারগণের প্রবেশ)

গানেম। সরাব লেয়াও—সরাব লেয়াও।

ইয়ারগণ। সরাব লেয়াও—সরাব লেয়াও।

গানেম। জল্‌দি সরাব লেয়াও।

ইয়ারগণ। জল্‌দি রূপেয়া লেয়াও।

গানেম। জলদি রূপেয়া লেয়াও।

১ম ইয়ার। রূপেয়া কে দেবে বাবা?

গানেম। তুমি দেবে—এ দেবে—সে দেবে—সবাই দেবে।

১ম ইয়ার। যদি না দেয়?

গানেম। যদি না দেয়? না দেয় কি দলিল মিঞা? আমায় যে সবাই দিয়ে এসেছে। আমি দু'হাতে নিয়েছি, দশ হাতে বিলিয়েছি। আমায় দেবেনা কেন?

১ম ইয়ার। তুমি দশ হাতে বিলিয়েছ বটে, কিন্তু কা'দের বিলিয়েছ, কা'দের দিয়েছ?

গানেম। যে চেয়েছে—তাকেই দিয়েছি, মাতাল খোঁয়ারিতে ম'র্‌ছে, তা'কে দিয়েছি, গরীব মেয়ের বে দিতে পাচ্ছে না, তাকে দিয়েছি। কেউ পোলাও কালিয়ে খেয়ে এসে ব'লেছে—কিছু খাইনি, তা'কে দিয়েছি। কেউ তিন দিন উপোস ক'রে মুখ ফুটে বলেনি, তা'র মুখ পানে চেয়ে বুঝ্‌তে পেরে তা'কে দিয়েছি। আমি যখন দিয়েছি, তখন পাব না কেন?

১ম ইয়ার। অবশ্য পাবে। কত চাই?

গানেম। অনেক চাই।

১ম ইয়ার। অনেক কেন?

গানেম। অনেককে যে দিতে হয়।

(সরকারের প্রবেশ ও গানেমের কর্ণে কর্ণে কথন)

গানেম। আস্‌তে বল।

[সরকারের প্রস্থান।

১ম ইয়ার। কি আন্‌তে গেল?

গানেম। টাকা।

২য় ইয়ার। টাকা?

৩য় ইয়ার। টাকা?

ইয়ারগণ। টাকা? বাহবা! টাকা? তবে দাও—সরাব মাঙ্গাই।

গানেম। তাই মাঙ্গ্‌বো। আগে আসুক।

(মাণিকরাম ও বয়রামের প্রবেশ)

উভয়ে। সেলাম সাহেব!

ইয়ারগণ। কই টাকা?—এ যে মানুষ!

গানেম। এই মানুষরাই টাকা।

বয়। (স্বগত) এ যে বানরের দল দেখ্‌ছি।

মাণিক। (জনান্তিকে গানেমের প্রতি) জনাব! ইনি আপনার সাথে আলাহিদা বাৎ চিত্‌ কর্‌তে চাহেন।

গানেম। বেশ কথা। ভাই, তোমরা একবার ওঘরে যাও, আমি সরাবের ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।

ইয়ারগণ। বহুত খুব দোস্ত।

[ইয়ারগণের প্রস্থান।

মাণিক। সাহেব! এঁয়ারই নাম বিয়াজবিহারী বাবু। বড় সাঁচ্চা লোক আছেন। যে কথা বলেন, সে কথা ঠিক রক্ষা করেন। আর বিয়াজ বিহারী বাবু! এঁয়ারই নাম গানেম সাহেব, ইনি সচ্চরিত্র যুবক, এ সহরে—

গানেম। হ'য়েছে! ঢের হ'য়েছে, আর কেন? মহাশয়! আমার এই মাণিকরাম জহরী বন্ধুটী বড়ই ভদ্রলোক, তবে চট্‌ ক'রে আসল কথা পাড়্‌তে বড়ই কুণ্ঠিত। আসল কথা হ'চ্ছে—আমি অমিতব্যয়ী যুবক, আমার টাকার বড় আবশ্যক, সুতরাং ঋণ ক'র্‌তে চাই। আপনাকে বিজ্ঞ ঋণদাতা ব'লে আমি বোধ কচ্ছি। আমি বানর, পঞ্চাশ

টাকা হারে সুদ দিতে রাজী আছি, আপনিও পাকা সুদখোর, এক-শত টাকা হারে পেলেও ছাড়েন না। এই তো উভয়ে পরিচিত হওয়া গেল, এখন কাজের কথা হোক্।

বয়। খুব সাদা মানুষ! আপনি দেখ্ছি অধিক কথার ধার ধারেন না।

গানেম। না মহাশয়! কাজের কথা স্পষ্ট ও অল্প হওয়াই আমি সুবিধাজনক বোধ করি।

বয়। বেশ বেশ! তবে কথা হ'চ্ছে—ঋণ দেবার জন্যে এখন আমার হাতে টাকা নাই। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে দিতে হবে। তবে কি না, তার চক্ষের চামড়া নেই—বড় বেশী সুদখোর। কেমন হে মাণিকরাম, নয় কি?

মাণিক। অবশ্য—অবশ্য—ঠিকই তো।

গানেম। ও সব সামান্য কথা, টাকাটা অমনি মেলেনা—তা জানি।

বয়। ভাল কথা, আপনি কি বন্ধক রাখ্তে পারেন? আপনার কিছু জায়গা জমী নাই বোধ হয়।

গানেম। এক টুক্রোও নেই। আচ্ছা বিয়াজ বিহারী বাবু! আপনি আমার আত্মীয়-স্বজনদের জানেন কি?

বয়। হাঁ—কতক কতক জানি।

গানেম। তা হ'লে বোধ হয় জানেন, বয়রাম বাহাদুর নামে আমার এক বৃদ্ধ পিতৃব্য আরবস্থানে আছেন?

বয়। তা জানি। কিন্তু তা'তে কি হবে? তিনি আপনার কোন উপ-কারে আস্বেন না।

গানেম। অবশ্য আস্বেন। শুনিছি, তিনি তাঁ'র সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যাবেন। কেমন মাণিকরাম বাবু! ঠিক না?

মাণিক। খুব ঠিক। হামি শপথ ক'র্তে পারে।

বয়। (স্বগত) এরা কে গো, এরপর হয়তো আমাকে বোঝাবে যে, আমি এখনও আরবস্থানে আছি।

গানেম। আচ্ছা বিয়াজ বিহারী বাবু! আপনি কি আমার পিতৃব্যের জীবন বন্ধক রাখ্‌তে পারেন? অবশ্য তিনি আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন, তাঁর হঠাৎ কিছু একটা হ'লে আমি বড়ই ব্যথিত হব।

বয়। (স্বগত) কি দয়া গো! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনি যে বন্ধক-নামার কথা ব'ল্‌ছেন, আমার বিশ্বাস, আমি একশো বছর বাঁচ্‌লেও একটী পয়সাও উস্থুল হবে না।

গানেম। অবশ্য উস্থুল হবে। যে মুহূর্ত্তে বয়রাম বাহাদুরের মৃত্যু-সংবাদ পাবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমার কাছে এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

বয়। তা হ'লে আমার বিশ্বাস, এ জন্মে আর আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এক প্রকার অসম্ভব।

গানেম। আপনি কি মনে করেন, বয়রাম বাহাদুর বহুকাল জীবিত থাক্‌বেন?

বয়। না, ঠিক তা মনে করি না। কিন্তু শুনেছি, এ বয়সেও তিনি খুব সবল সুস্থকায়।

গানেম। না—তা হ'লে আপনি ভুল শুনেছেন। আমি শুনেছি, আরবস্থানের জলবায়ুতে তাঁর শরীর এমন শীর্ণ হ'য়েছে যে, তাঁর আপনার লোকেরাও তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বে না।

বয়। বটে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এত শীর্ণ হ'য়ে গেছেন যে, তাঁ'র আপনার লোকেরাও তাঁ'কে চিন্‌তে পার্‌বে না? হাঃ হাঃ হাঃ হা-খোদা! হাঃ হাঃ হাঃ!

গানেম। হাঃ হাঃ হাঃ! কথাটা শুনে আপনার খুব আহ্লাদ হ'লো না?

বয়। না—তা হ'লো না।

গানেম। নিশ্চয়ই তা হ'লো। হাঃ হাঃ হাঃ! কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন, যে, আপনার বড় বেশী অসুবিধা ভোগ ক'র্‌তে হবেনা।

বয়। আমি শুনিছি, বয়রাম বাহাদুর নাকি দেশে আস্‌ছেন, কেউ কেউ ব'ল্‌ছে, তিনি এসে পৌঁছেছেন।

গানেম। কি আশ্চর্য্য! আমি কি তাহ'লে জান্‌তেম না? আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি, তিনি এখনও মস্কটে আছেন। কেমন মাণিকরাম?

মাণিক। নিশ্চয়ই তাই।

বয়। সে যা হোক্, শুন্‌লেম, আপনার কিছু টাকার এখনি আবশ্যক।

গানেম। হাঁ—এখনি।

বয়। বেশ কথা, তা' আপনার এমন কোন জিনিষ পত্র নাই, যা' আপনি এখনি বিক্রয় ক'র্‌তে বা বন্ধক রাখ্‌তে পারেন?

গানেম। কি রকম জিনিষ পত্তর?

বয়। শুনিছি, আপনার মৃত পিতা মহাশয় সোনারূপার বহুতর বাসন কোসন প্রভৃতি দ্রব্যজাত রেখে গেছেন।

গানেম। হা খোদা! সে সব কি আর আছে! ঐ মাণিকরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। সে সব বহুদিন অন্তর্দ্ধান হ'য়েছে।

বয়। (স্বগত) কি বিপদ! এতকালের সংগৃহীত বহুমূল্য দ্রব্যজাতও নাই! ছি! ছি! ছি! (প্রকাশ্যে) তা'হলে বোধ হয়, আপনাদের বংশের অমূল্য-গ্রন্থরাজি-সম্বলিত পুস্তক-ভাণ্ডারও বিলুপ্ত হ'য়েছে?

গানেম। সে কথা নিলাম-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ভাল হয়।

বয়। তা' হ'লে আপনাদের বৃহৎ বংশের বহু পরিশ্রম, বহু অনুসন্ধান ও বহু ব্যয়-লব্ধ কোন দ্রব্যই নাই? কেমন এই তো?

গানেম। প্রায় বটে! তবে আছে কেবল কতকগুলো তস্‌বির। তস্‌বির কক্ষে আমাদের সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের বৃহৎ বৃহৎ তস্‌বির রক্ষিত

আছে। সে গুলো প্রয়োজন হয় তো খুব অল্পে বিক্রয় ক'র্তে পারি। টাকার আমার বড় প্রয়োজন।

বয়। সে কি! আপনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদের অম্লানবদনে বিক্রয় ক'রতে প্রস্তুত আছেন বল্লেন?

গানেম। হাঁ—প্রত্যেককে নিলামে চড়াতে প্রস্তুত আছি।

বয়। (স্বগত) না অতি পাজী, ওর কোন আশা নেই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমি কিন্‌তে রাজি। এত বড় বংশের তস্‌বির আমি বোধ হয় বিক্রয় ক'র্তে পার্‌বো। (স্বগত) না—অমার্জ্জনীয়—কথন না!

গানেম। বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম। এখন মাণিকরাম বাবু! আমার কিছু টাকার এথনি দরকার। কিছু অগ্রিম পেতে পারি কি?

বয়। অগ্রিম আবশ্যক কি? এথনি কার্য্য শেষ ক'রে ফেলুন না?

গানেম। বেশ কথা! আপনি দেখ্‌ছি, অতি সাবধানী মহাজন, বিশ্বাস ক'রে অগ্রিম দিতে চান্ না। আচ্ছা চলুন, এথনি ছবির ঘরে গিয়ে আমার পুর্ব্বপুরুষদের বিক্রয় করি। ওহে দলিল সাহেব, তুমিও আমার সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তস্‌বির কক্ষ।

গানেম, বয়রাম, ১ম ইয়ার ও মাণিকরাম।

গানেম। আসুন বিরাজ বিহারী বাবু! এই দেখুন, বাহাদুর বংশের সমস্ত তস্‌বির। আমাদের বংশের সমস্ত স্ত্রীপুরুষের তস্‌বির এখানে আছে।

বয়। বা! অতি সুন্দর সংগ্রহ ব'ল্‌তে হবে।

গানেম। এ সমস্ত তসবিরই আগেকার খুব ভাল ভাল চিত্রকরের অঙ্কিত। যাঁরা তস্‌বির তোলান, তাঁ'দের পরিতুষ্টির জন্য জঘন্য চেহারাকে ভাল ক'রে আঁকৃতে এখনকার চিত্রকরের মত আগেকার তাঁরা জান্‌তেন না।

বয়। আহা! এ সব প্রতিমূর্ত্তি হয়ত আর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না।

গানেম। সে ভরসা বড়ই কম। আজ যে আমি আমার ঐ সব সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ব'সে আছি, এতে আমার আনন্দ কি দুঃখ, তা' আমি কা'কে বোঝাব, নিজেই বুঝি না। আর বিলম্বে কাজ কি? নিলামের ডাক চলুক। দলিল ভাই, তুমি নিলাম-ওয়ালা হও। হাঁ, তোমার একটা চৌকি চাই, তা' আমার বৃদ্ধ পিতামহের এই ভাঙ্গা চৌকিখানার ওপর উঠে দাঁড়াও।

১ম ইয়ার। বেশ—বেশ হবে, কিন্তু একটা ছোট মুগুর চাই যে। এক, দো, তিন ক'র্‌তে হবে।

গানেম। সে কথা ঠিক বটে! তাইত! আচ্ছা, আমাদের এই গুড়োনো বংশাবলীর তালিকাটা হ'লে হবে না? এটা খুব শক্ত। তাঁদেরই তালিকার ঘায়ে তাঁদেরই বিক্রী ক'রে ফেলায় একটু মজা আছে না?

১ম ইয়ার। আছে—আছে! এখন চলুক! যায় যায়—ভাল জিনিষ চ'লে যায়!

বয়। (স্বগত) কি জঘন্য! কি জঘন্য! কি জঘন্য প্রবৃত্তি! কি পৈশাচিক রসিকতা!

গানেম। বাহবা দলিল! ইনি আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ। নাম জঙ্গ্ বাহাদুর। প্রথম লড়াইয়ে সেরের মত বিক্রম দেখিয়েছিলেন। ঐ যে কপালে অস্ত্রক্ষত, সেই যুদ্ধে ঐ ক্ষত হ'য়েছিল। বিয়াজ

বাহাদুর! উনি এখনকার মত খোসপোষাকী যোদ্ধা নন, যাঁ'কে যথার্থ যোদ্ধা ব'লে গণ্য করা যায়, উনি তাই। ওঁর কি মূল্য দিতে পারেন?

বয়। (জনান্তিকে মাণিকরামের প্রতি) ওকেই ব'ল্‌তে বল।

মাণিক। সাহেব! পহেলা আপনকার দর দেওয়া আচ্ছা হ'চ্ছে।

গানেম। আমি দর দেবো? আচ্ছা! উনি দু'শো টাকা দিতে পারেন কি না?

বয়। (স্বগত) হা খোদা! অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মূল্য দু'শো টাকা মাত্র! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মহাশয়! আমি স্বীকৃত।

গানেম। দলিল ভাই! জঙ্গ্‌ বাহাদুরকে শেষ কর।

১ম ইয়ার। এক, দো, তিন। বাস্‌, যাও জঙ্গ্‌ বাহাদুর—যাও।

গানেম। এইবার ঐ আমাদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহী। একশো টাকায় ছাড়্‌তে পারি।

বয়। (স্বগত) হায় হায়, জহুরা বিবি! তোমার অদৃষ্টে এও ছিল! একশো টাকা। তোমার দাঁত খোঁট্‌বার খোড়্‌কেরও দাম নয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা উনিও আমার।

গানেম। দলিল ভাই! জহুরা বিবিকে বিসর্জ্জন দাও।

১ম ইয়ার। এক, দো, তিন—বাস্‌।

গানেম। এইবার দুই বৃদ্ধ পিতামহ। ঐ একদরে দু'জন।

বয়। নিলেম।

১ম ইয়ার। এক, দো, তিন—বাস্‌।

গানেম। এইবার পিতামহ—পিতামহী। চল্লিশ চল্লিশ টাকা।

বয়। বেশ! (স্বগত) প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, হতভাগা ক'চ্ছে কি?

১ম ইয়ার। এক, দো, তিন—বাস্‌।

গানেম। মাসী—পিসী—মেসো—পিসে—মামা—মামী প্রভৃতি ঐ যে দল, ও আর আলাদা আলাদা না ক'রে, একেবারে একটা দর ক'রে নিন্।

বয়। দর বলুন ?

গানেম। ও দলকে দল চা'র হাজার টাকায় নিয়ে নিন্।

বয়। আচ্ছা বেশ, তাই নিলেম। কিন্তু ঐ তস্‌বিরটা আর ঐ তস্‌বিরটা! সবগুলো দেখালেন ও দুটার দিকে দেখাচ্ছেন না কেন?

১ম ইয়ার। কোন্ দু'টো ? ঐ বদ্ চেহারা দুটো ব'ল্‌ছেন বুঝি ?

বয়। হাঁ মহাশয়! কিন্তু আমি ও দুটোকে বদ্ চেহারা ব'লে ভাবি না।

গানেম। ও তস্‌বির দু'টা ? উনি আমার পিতা, আর উনি আমার পূজনীয় পিতৃব্য বয়রাম বাহাদুর। আরবস্থানে যাবার পূর্ব্বে ঐ তস্‌বির তৈয়ার হ'য়েছিল।

বয়। বেশ! তা, ওঁরাও তো ঐ দলের সামিল ?

গানেম। না মহাশয়! তা নয়। বাপ্‌জির ত নয়ই, বিশেষ ওঁর তস্‌বির আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না। বৃদ্ধ আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন, পথের কাঙ্গালকে রাজার হালে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। আমার পর্ণকুটীরে বাস ক'র্‌তে হ'লেও, সেখানে ও দুই তস্‌বির টাঙ্গানো থাক্‌বে।

বয়। (স্বগত) এ কি শুনি! এ যে উপযুক্ত ছেলের মত, উপযুক্ত ভাইপোর মত কথা! (প্রকাশ্যে) কিন্তু মহাশয়! ঐ তস্‌বির দু'খানা আমার বড় পছন্দ হ'য়েছে।

গানেম। বড়ই দুঃখের বিষয় বিয়াজ বিহারী বাবু। ও দু'খানি আপনি কিছুতেই পাবেন না। আপনি তো যথেষ্ট পেয়েছেন। ও দুই বুড়ো বেচারির ওপর আপনার লোভ কেন ?

বয়। (স্বগত) বেটার শত দোষ মার্জ্জনা ক'র্‌লেম। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমার কেমন স্বভাব, আমি যে জিনিষটা পছন্দ করি, সেটা পাবার জন্য টাকার মায়া করি না। এই সমস্ত তস্‌বিরের জন্য যে মূল্য দিচ্ছি, ঐ দু'খানা তস্‌বিরের জন্য আমি সেই মূল্য দিতে প্রস্তুত।

গানেম। এ বিষয়ে আর আমায় বিরক্ত ক'র্‌বেন না। আমি স্পষ্ট আপনাকে ব'ল্‌ছি, আমি কিছুতেই ও দুই তস্‌বির হাতছাড়া ক'র্‌বো না—বাস্!

বয়। (স্বগত) বেটা ঠিক বাপের মত একরোকা! এ আবার কি আশ্চর্য্য! বেটার সঙ্গে আর আমার যুবা বয়সের ঐ তস্‌বিরের চেহারায় বেশী প্রভেদ নেই। (প্রকাশ্যে) বেশ কথা, তা' হ'লে আমি আপনার কোন তস্‌বিরই কিন্‌বো না।

গানেম। সে আপনার মর্জ্জি। আমি অর্থহীন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই।

বয়। (স্বগত) বাঃ বাঃ! এমন ছেলেকে চরিত্রহীন ব'লেছিল। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আসুন, আপনাকে হুণ্ডি এখনই দিচ্ছি। (প্রদান)

গানেম। এ যে আট হাজার টাকার হুণ্ডি! এত কেন?

বয়। আপনি কি সত্য সত্যই ও দু'খানা তস্‌বির দেবেন না?

গানেম। ছিঃ! আবার! এই শেষ ব'ল্‌ছি, ও অনুরোধ আর আমায় ক'র্‌বেন না।

বয়। আচ্ছা বেশ! তা ঐ যে বেশী টাকাটা, ওর জন্যে এখন আর কিছু ক'র্‌তে হবে না। এর পর মিটিয়ে নিলেই হবে। এখন আসি। (স্বগত) গানেম সাহেব! তুমি যথার্থ বাহাদুরবংশীয় বটে। (প্রকাশ্যে) এস মাণিকরাম!

গানেম। এক কথা—বিয়াজ বিহারী বাবু! যত শীঘ্র পারেন, এঁদের জন্য একটি সুসজ্জিত কক্ষের বন্দোবস্ত ক'র্‌বেন।

বয়। তা ক’র্‌বো। আমি দুই এক দিনের মধ্যে এঁদের নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাবো।

গানেম। দাঁড়ান—আর এক কথা। মুটে পাঠাবেন না, ভাল গাড়ী পাঠাবেন; ওঁরা নিজে নিজের গাড়ীতেই বরাবর চ’ড়ে এসেছেন। ওঁদের তস্‌বির মুটের মাথায় যাবার যোগ্য নয়।

বয়। তাই পাঠাব। ও দুটা তস্‌বির অবশ্য নয়।

গানেম। আবার? ছিঃ! বিয়াজ বিহারী বাবু!

বয়। (স্বগত) বেটা অমিতব্যয়ী হ’লে কি হয়? বড় ভালবাসার জিনিষ। এই বার দেখ্‌বো, কে ওকে অসচ্চরিত্র বলে। (প্রকাশ্যে) এস মাণিকরাম।

[বয়রাম ও মাণিকরামের প্রস্থান।

১ম ইয়ার। এ রকম খামখেয়ালি লোকতো কই কখন দেখিনি।

গানেম। খুব বড় দরের লোক। এরকম সরল সৎ ব্যক্তির সঙ্গে মাণিক-রামের যে কেমন ক’রে আলাপ হ’লো, আমি তাই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। এই যে—বুড়ো সেখজী আস্‌ছে। দলিল ভাই! তুমি ভাই সাহেবদের বলগে, আমি একটু পরে গিয়েই তাদের সঙ্গে দেখা কচ্ছি।

১ম ইয়ার। তা যাচ্ছি! কিন্তু সাবধান! কতকগুলো পুরোণো দেনা দেওয়াবার জন্য যেন বুড়ো সেখ তোমায় না লওয়ায়। দোকানদারেরা জিনিষের চতুর্গুণ দাম নেয়—তা’ তো জানো!

গানেম। জানি। তাদের দেনা সমস্ত পরিশোধ করা কেবল তাদের উৎসাহ দেওয়া মাত্র। কেমন এই না দলিল ভাই?

১ম ইয়ার। তাইতো।

[১ম ইয়ারের প্রস্থান।

গানেম। (স্বগত) আশ্চর্য্য বৃদ্ধ! এখন দেখ্‌ছি, এই টাকাটার তিন ভাগের দুই ভাগ আমার ন্যায্য অধিকার। পূর্ব্বপুরুষেরা যে এত দামী হয়, তা' আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহী প্রভৃতি সকলে আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার আর কিছুই রইল' না, রইলো কেবল মাত্র আপনা-দের স্মৃতি, আর এই চক্ষের জল। (অশ্রু মোচন)

(সেখ সফেদের প্রবেশ)

এস সেখজী! তোমার সুপরিচিত বাহাদুর-বংশের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত।

সেখ। সব শুনেছি। ওঁরা চ'ল্লেন! আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বিপদের মধ্যেও আপনি কেমন ক'রে আপনার মেজাজ ঠিক রেখেছেন?

গানেম। সেখজী! আমার এত বিপদ যে, মেজাজ বেঠিক ক'র্‌বার অবসরে কুলায় না। যাই হোক্—সময়ে আমি আবার ধনবান হব—এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস। এখন এক কাজ কর দেখি, এই হুণ্ডিখানা ভাঙ্গিয়ে এনে, সর্ব্বাগ্রে আমার সেই বৃদ্ধ মামাকে হাজার টাকা দিয়ে এস।

সেখ। হাজার টাকা? সে কি!

গানেম। ও কথা ব'লো না। সে দরিদ্রের অভাব অত্যন্ত অধিক। শীঘ্র যাও, নইলে আর কেউ অধিক দাবীওয়ালা এসে প'ড়্‌বে।

সেখ। তাই ব'ল্‌ছি—দেওয়ার আগে—

গানেম। বিচার ক'রে দেওয়া উচিত—এই তো? বিচার ক'রে দেওয়ার কথাটা পুরোণো হ'য়ে গেছে। বিচার ক'রে দিতে গেলে দান করা হয় না—যাও।

সেখ। গানেম সাহেব! একট বিবেচনা ক'রে—

গানেম। আমার বিবেচনা নাই! আমার যতক্ষণ থাক্‌বে, আমি দেবো—যাও।

সপ্তম দৃশ্য।

গানেমের উদ্যান বাটী।

নর্ত্তকীগণ।

নৃত্য-গীত।

আমরা সব লড়ায়ে মজবুত, কিছুতে সমজাইনা বেজুত।
করি কস্‌লত দেখাই হিম্মত, রাখি না জেরা ভোরও খুঁত॥
চলে যখন দাঁও কসাকসি,
রসি খানেক ভুঁই ফেলি চষি,
রদ্দা খেয়ে মদ্দানিরা ছিট্‌কে যায় বসি,
তার পর হয় কুস্তি সুরু দাঁও প্যাঁচ অদ্ভুত॥
যার দাঁও প্যাঁচ সাফ্,
যাস্তি তেনার দাপ্,
মুখ বুঁজে যায় লড়াই ক'রে ছাড়েনাকো সে হাঁফ,—
লড়াই যখন খুব হয় জম জমাট,
চালাই তখন আস্‌লি ধোপি পাট,
জমি নিলে হয় খুব সুবিধে চিত করবার যুত।
হার কাতটার চেহারাটা হয় কিম্মাকার কিস্তুত॥

---*---

অষ্টম দৃশ্য।

জালিম সাহেবের কক্ষ।

জালিম ও নফর।

জালিম। কুলসম বিবি সাহেবের কাছ থেকে কোন রোকা এসেছে ?

নফর। আজ্ঞে না হুজুর !

জালিম। আস্‌বার কোন বাধা হ'লে নিশ্চয়ই চিঠি আস্‌তো।

নফর। আস্‌গার মিঞা নামে একটী ভদ্রলোক এসেছেন।

জালিম। আমি বাড়ীতে আছি ব'লেছিস্ ?

নফর। আজ্ঞা হাঁ হুজুর !

জালিম। কেন ব'ল্‌লি পাজী, আমার মেজাজ ঠিক আছে কি ?

নফর। আজ্ঞে তা'তে আমার দোষ কি হুজুর ?

জালিম। যা পাজী যা, তাকে পাঠিয়ে দিগে যা। (নফরের প্রস্থান) এ সময় কি আর অন্যের বিপদের কথা শোনা ভাল লাগে ? আস্‌গার বুড়োর উপর একটা যে দয়ার ভাণ প্রকাশ ক'র্‌বো, তারও অবসর আমার নাই। এই যে আস্‌ছে। যা' ক'রে হোক্ মুখখানাতে একটু দয়ার ভাব প্রকাশ ক'র্‌তেই হবে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির বিদেয় ক'র্‌তে পাল্লে বাঁচি।

(বয়রামের প্রবেশ)

আপনার নাম আস্‌গার মিঞা ? অবশ্য আপনাকে আমি কখনও চক্ষে দেখিনি, তবে শুনেছি, আপনি সুবাদে আমার মাতুল হন।

বয়। তাই বটে ! তবে দরিদ্র ব'লে ব'ল্‌তে লজ্জা করে।

জালিম। কিসের লজ্জা মাতুল ! অর্থসাহায্যের ক্ষমতা থাক্‌লে, আমি এখনি দরিদ্রতার গ্রাস হ'তে আপনাকে মুক্ত ক'রে দিতেম।

বয়। তোমার পিতৃব্য বয়রাম বাহাদুর এখানে থাক্‌লে, আমি বিশেষ ভাবিত হ'তেম না।

জালিম। তা' সত্য! তিনি থাক্‌লে, আপনার হ'য়ে তাঁ'কে দু'কথা ব'ল্‌বার জন্য লোকের অভাব হ'তো না।

বয়। তিনি যে দরের লোক, তা'তে বল্‌বার লোকের প্রয়োজন হয় না। দুঃখীর দুর্দ্দশা দেখেই তিনি দান ক'রে থাকেন। সে যা' হোক্‌, শুনেছি—আপনাদের তিনি অনেক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই থেকে যদি কিছু ব্যয় করেন, তা' হ'লে সম্প্রতি আমি ঋণমুক্ত হ'তে পারি।

জালিম। আপনি ভুল শুনেছেন। বয়রাম বাহাদুর বড়লোক বটেন, কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বড়ই কৃপণ। আপনি তো জানেন, বৃদ্ধ হ'লেই লোভী হয়। আপনাকে বিশ্বাস ক'রে ব'ল্‌ছি, অপরে যাই বলুক্‌, তিনি আমার বিশেষ কিছুই উপকার করেন নি।

বয়। সে কি! সোণার বাট, রূপার বাট, টাকা, মোহর—এ সব পাঠান নি?

জালিম। কোথায়? কিছুই না! তবে মধ্যে মধ্যে এই আঙ্গুরটা, বেদানাটা,—এই এটা সেটা—এই মাত্র।

বয়। (স্বগত) বেটা বলে কি গো! দেড় দেড় লক্ষ টাকা—ওর পক্ষে এটা—ওটা—সেটা হ'লো! কি অকৃতজ্ঞ!

জালিম। তা'র পর আপনি অবশ্য শুনে থাক্‌বেন, আমার ভাইটা বড়ই অমিতব্যয়ী, তার জন্য আমি কি ক'রেছি, তা' হয়তো কেউ বিশ্বাস ক'র্‌বে না।

বয়। (স্বগত) আমি ত নয়ই।

জালিম। ধার হিসাবে যে কত টাকা দিয়েছি, তার সংখ্যা নেই। বাস্তবিক সেটা আমার পক্ষে নিন্দার কথা। কিন্তু কি ক'র্‌বো, ভাই তো বটে!

এখন আমার বড়ই দুঃখ হ'চ্ছে যে, সেই টাকাগুলো বাজে কাজে ব্যয় ক'র্‌তে না দিয়ে, যদি রাখ্‌তুম। তা' হ'লে আজ আপনাকে দিয়ে সুখী হ'তে পাত্তুম।

বয়। (স্বগত) বেটা মিথ্যার জাহাজ। (প্রকাশ্যে) তা' হ'লে আমাকে কিছুই সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বে না ?

জালিম। বড়ই দুঃখের সহিত ব'ল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি, এখন কিছু পার্‌লেম না ; তবে আমার ক্ষমতা হ'লেই, আমি আপনাকে সংবাদ দেব।

বয়। বড়ই দুঃখিত হ'লুম যে—

জালিম। আমার অপেক্ষা নয়। পরের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে কিছু না দিতে পারা—চেয়ে না পাওয়া অপেক্ষাও অধিক কষ্টকর।

বয়। বড়ই বিপদ ব'লে তাই—

জালিম। আমায় আর বিপদগ্রস্ত ক'র্‌বেন না। টাকা হাতে এলেই আপনাকে সংবাদ দেবো। নফর ! এঁকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস।

বয়। না—তা' আর দেখাতে হবে না।

জালিম। দুঃখিত হবেন না, মাফ ক'র্‌বেন, কিছু টাকা হাতে এলেই আপনাকে সংবাদ দেবো।

বয়। তাই দিও। (স্বগত) বেশ বুঝে নিলুম। বেটার আগা-গোড়া সব মিথ্যে। (প্রকাশ্যে) আমি আসি তবে।

[প্রস্থান।

জালিম। উদার-হৃদয় ব'লে পরিচিত হ'তে হ'লে—অনেক জ্বালা সইতে হয়। প্রধান জ্বালা প্রার্থীর আবেদন। না দিয়ে নাম কেনা তো বড় সহজ নয়। অনেক চালাকির দরকার। যাক্‌, আপদ্‌ বিদেয় হ'লো। এখন কুলসম বিবি আস্‌তে এত দেরি ক'চ্চে কেন ?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

নফর। হুজুর, বোধ হয় কুলসম বিবিসাহেবা এলেন। (প্রস্থানোদ্যত)

জালিম। দাঁড়া। আগে জানালা থেকে দেখ্, তিনি কি না। যদি গানেম সাহেব হয়, তা' হ'লে আলাদা হুকুম দেবো।

নফর। না হুজুর, গানেম সাহেব নন্।

জালিম। বেশ! জানালার ঐ পরদাটা টেনে দিয়ে যা। সাম্‌নের বাড়ীর ঐ বুড়ো মাগীটা বড় উঁকি ঝুঁকি মারে। (তথাকরণ ও নফরের প্রস্থান)। বড় শক্ত খেলা খেল্‌তে হবে। মিরিয়মের উপর আমার যে লক্ষ্য আছে, সেটা কুলসম যেন সন্দেহ ক'রেছে। সন্দেহটা পাকা হ'তে দেওয়া হবে না। অন্ততঃ যদ্দিন না পড়্‌তাটা পুরো হয়।

(কুলসম বিবির প্রবেশ)

কুলসম। ভাব্‌ছো কি জালিম সাহেব! একটু অধৈর্য্য হ'য়েছ বুঝি? কি ক'র্‌বো, এর আগে আস্‌বার সুবিধা পাইনি।

জালিম। এসেছেন তো সেই ঢের! এখন অনুগ্রহ ক'রে গরীবের ঘরে একটু বসুন।

কুল। রাগ ক'রো না, মির্জ্জা সাহেব বড় সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ গানেম সম্বন্ধে—

জালিম। সেটা আমাদের পক্ষে একরকম সুবিধা ব'ল্‌তে হবে।

কুল। মিরিয়মের সঙ্গে তার বিবাহটা দিলেই হয়, তা' হ'লে আর কোন জ্বালা থাকে না। কি বল জালিম সাহেব?

জালিম। (স্বগত) উঁহু সেটা আমার পক্ষে বড় সুবিধা নয়। (প্রকাশ্যে) আঃ! তা' হ'লে তো বাঁচা যায়। আর আপনিও বুঝ্‌তে পারেন যে, ছুঁড়ীটার ওপর আমার কোন লক্ষ্য নাই।

কুল। তা' আমি বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ফর্‌রা বিবি আর তা'র দল, বিনা কারণে আমার যে কুচ্ছ রটায়, সেটা কি ঠিক? অথচ মির্জ্জা সাহেব, সেই সব কুচ্ছ শুনে চ'টে যায়।

জালিম। সে চটাও তাঁর ভুল—আর আপনিও যে সেই চটুনি সহ্য করেন, সেটাও আপনার ভুল। স্বামী যদি বিনা কারণে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হন, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত স্বামীকে জব্দ করা।

কুল। অর্থাৎ যে জন্য স্বামী সন্দিহান, সেই কার্য্যই স্ত্রীর করা উচিত। কেমন, এই তো?

জালিম। অবশ্য উচিত।

কুল। কথাটা ঠিক বটে! যখন আমি নিজে জানি যে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—

জালিম। কুলসম বিবি! ঐটী আপনার মহৎ ভুল। ঐ যে নিজে নিজে নিজের নির্দ্দোবিতা জ্ঞান, ঐতে আপনাকে মাটী ক'রেছে।

কুল। হাঁ, বোধ হয় বুঝি তাই।

জালিম। বোধ হয় নয়, সত্যি তাই। কুলসম বিবি! ঐ নিজে নিজে নিজের নির্দ্দোষিতা জ্ঞান থেকে একটু পা পেছ্‌লাতে পাল্লেই দেখ্‌বেন, আপনি কত সাবধানী হবেন। স্বামীকে কত সন্তুষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টায় থাক্‌বেন। আর স্বামীও তা' হ'লে খুব সন্তুষ্ট থাক্‌বেন, আর কোন রকম সন্দেহ ক'র্‌বেন না।

কুল। সত্য নাকি?

জালিম। খুব সত্য! এখনই দেখ্‌বেন, কুৎসার আগুন নিভে যাবে।

কুল। তা' হ'লে কথা হ'চ্ছে এই যে, বাইরে বাইরে নিজের সুনাম রক্ষার জন্য ভিতরে ভিতরে নিজের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া আবশ্যক।

জালিম। আমি ত তাই বুঝি।

কুল। নিন্দার হাত হ'তে রক্ষা পাবার এ এক নূতন উপায় বটে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হ'লে—

জালিম। আরও বিবেচনা? আপনার দেখ্‌ছি এখনও পল্লীগ্রামের কাঁচা বুদ্ধি যায় নি।

কুল। তাই যা' বল। কিন্তু যদি আমায় মন্দ পথে যেতে হয়, মনে ক'রো না যে, তোমার পরামর্শে যাবো। যদি যাই, তা' হ'লে জা'ন্‌বে, সেটা কেবল মির্জ্জা সাহেবের অত্যাচারে।

জালিম। অত্যাচার কি কম? যে ননীতে-গড়া হাতখানি ধ'র্‌বার উপযুক্ত মির্জ্জা সাহেব নন্‌, আমি সেই হাত ধ'রে ব'ল্‌ছি। (হস্তধারণ)

(নফরের প্রবেশ)

এই ও হারামজাদা! এখানে কি ক'র্‌তে এসেছিস্‌?

নফর। গোষা ক'র্‌বেন না হুজুর! মির্জ্জা সাহেবকে আপনার হুকুম না পেলে আস্‌তে দিতে পারি না ভেবেই হুকুম নিতে এসেছি।

জালিম। মির্জ্জা সাহেব! কি বিপদ!

কুল। মির্জ্জা সাহেব? কি হবে—কি হবে! এখানে দেখ্‌লে যে আমার সর্ব্বনাশ হবে! কোথায় যাই! কোথায় যাই! কোথায় লুকুই! এই পরদার আড়ালে যাই। (পরদার আড়ালে গমন)

জালিম। দে, কেতাবখানা দে, যা ডেকে নিয়ে আয়। (পাঠে মগ্ন হওন)

নফর। ডাক্‌তে হবে না— এই যে এলেন।

(মির্জ্জা সাহেবের প্রবেশ)

মির্জ্জা। পড়া হ'চ্ছে! বেশ—বেশ! (পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত)

জালিম। মির্জ্জা সাহেব! আসুন—আসুন! এই পুস্তকাগার সাজাবার পর আপনি একদিনও আসেন নি। আমার সঙ্গী এঁরাই।

মির্জ্জা। বেশ বেশ! এ পরদাটিকেও সঙ্গী ক'র্‌তে ছাড়নি দেখ্‌ছি। এতে সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কিত রয়েছে দেখ্‌ছি।

জালিম। আজ্ঞা হাঁ, এ পরদাটীও আমার বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে।

মির্জ্জা। ঠিক তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য সাধনের জন্য—

জালিম। আজ্ঞা হাঁ। (স্বগত) তাড়াতাড়ি কাউকে লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্যও বটে।

মির্জ্জা। আমি কোন একটা গুপ্ত বিষয়ের পরামর্শের জন্য এসেছি।

জালিম। (নফরের প্রতি) তুই যা। (নফরের প্রস্থান)। কি কথা এইবার বলুন।

মির্জ্জা। দেখ জালিম! তোমায় আমি আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ব'লে বিবেচনা করি। তোমায় বলি—কুলসম বিবির চরিত্র সম্বন্ধে আমি বড় সন্দিগ্ধ হ'য়েছি। আমায় তো সে পছন্দ করেই না, তার উপর শুন্‌ছি, সে আর কাউকে নাকি আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছে বা আত্মসমর্পণ ক'রেছে।

জালিম। সে কি? আপনি যে আমায় বিস্মিত ক'র্‌লেন?

মির্জ্জা। সত্য ব'ল্‌ছি। আর সে ব্যক্তি যে কে—তাও আমি জান্‌তে পেরেছি।

জালিম। কে সে?

মির্জ্জা। শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হবে, সে আর কেউ নয়—গানেম।

জালিম। আমার সহোদর? অসম্ভব!

মির্জ্জা। আহা! জালিম! তুমি নিজের মত সকলকে দেখ, তাই অসম্ভব ব'ল্‌ছো।

জালিম। তা ঠিক মির্জ্জা সাহেব! যে ব্যক্তি নিজে নির্দ্দোষী, সে পরের দোষ দেখ্‌তে পায় না।

মির্জ্জা। এখন এ কথা তো আমি প্রকাশ ক'র্‌তে পারি না! লোকে ব্যঙ্গ ক'র্‌বে—কেচ্ছা বানাবে।

জালিম। তা' তো বটেই।

মির্জ্জা। কি দুঃখের বিষয়! আমার বাল্যবন্ধু বয়রাম বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যে আমার প্রাণে এমন দাগা দেবে—তা'তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি জালিম!

জালিম। তা' ঠিক। যে শরে আঘাত করা যায়, সেই শরের মুখে যদি অকৃতজ্ঞতার বিষ মাখানো থাকে, তা'হ'লে সে আঘাত বড়ই গুরুতর হয়। যাই হোক্, বিশেষ প্রমাণ না পেলে, আমি এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'র্‌তে পাচ্ছি না। যদি সত্যই হয়, তা'হ'লে ভাই হ'লেও আর তার মুখদর্শন কর্‌বো না।। যে নরাধম পিতৃব্য-বন্ধুর স্ত্রীকে অসৎ পথে ল'য়ে যাবার চেষ্টা করে, সে তো সমাজের কলঙ্ক—সংসারের অভিশপ্ত জীব—কীটাণুকীটেরও অধম!

মির্জ্জা। আহা হা! জালিম! তোমার কি উচ্চ হৃদয়!

জালিম। আচ্ছা মির্জ্জা সাহেব! কুলসম বিবি সাহেবা কি এত নীচ-স্বভাবা হবেন যে, একটা বদমাইসের প্রলোভনে আত্মসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দেবেন!

মির্জ্জা। আমি তো বাবা, সে কথা চিন্তা ক'র্‌তেও ইচ্ছা করি না। আজ কাল আমায় কেবল বলে যে, তুমি ম'রে গেলে আমার কি হবে? আমার নামে কিছু বিষয় সম্পত্তি লিখে দাও। ঐ মরার কথা ব'ল্‌লে, আমার প্রাণে বড় আঘাত পাই। ঐ আঘাতের কথা ব'ল্‌লে সে বলে, তুমি আঘাত পেতে পারো, আমি তো আঘাত পাবো না। বল দিকি বাবা, এ কি সহ্য হয়? কি করি, ঐ সব কথার তাড়না সহ্য ক'র্‌বো না ব'লে, এই দেখ আমি তা'র নামে একটা দলিল

প্রস্তুত ক'রেছি। আমার জীবিতাবস্থায় ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ যা' তা' পাবে, আর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।

জালিম। এ যে যথেষ্ট ক'রেছেন। (স্বগত) ছুড়ীর মাথা না বিগড়ে যায়!

মির্জ্জা। তবে—এ সব কথা এখন তাকে জানাবো না। এখন মিরিয়মের সঙ্গে তোমার বিবাহের অলোচনা করি এস।

জালিম। (নিম্নস্বরে) এখন থাক্ মির্জ্জা সাহেব! ও কথা এখন থাক্।

মির্জ্জা। সে মেয়েটা যে এখনও এগুচ্চে না কেন—

জালিম। এখন ও কথা থাক না মির্জ্জা সাহেব! আপনার এই বিপদের সময় ও সব কথা নাই কইলেন। (স্বগত) কি বিপদ! দেখ্‌ছি বুড়ো সব মাটী ক'র্‌বে!

মির্জ্জা। আর যদিও তুমি এ কথা কুলসমকে জানাতে বারণ ক'রেছিলে, কিন্তু আমি জানি, এ সম্বন্ধে কুলসমের কোন আপত্তি হবে না।

(নফরের পুনঃ প্রবেশ)

জালিম। আবার কি!

নফর। গানেম সাহেব এসেছেন।

জালিম। (স্বগত) কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) বল্‌গে যা, আমি বাড়ী নেই—

মির্জ্জা। না—না, শো'ন, তা'কে আস্‌তে দাও। আমার একটা মতলব সিদ্ধি হবে।

জালিম। যা, তা'কে আস্‌তে বল্‌। (নফরের প্রস্থান) (স্বগত) আসুক, বুড়ো যা আরম্ভ ক'রেছে, অন্ততঃ সে কথাটাও স্থগিত হবে।

মির্জ্জা। সে এলে, আমি কুলসম বিবি সম্বন্ধে যা' বলিছি, তুমি সেই কথা তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রো। আমি লুকিয়ে শুনি। কোথায় লুকুই?

এই পরদাটার আড়ালে যাই। (পরদা অল্প উত্তোলন) এ কি? একটা স্ত্রীলোকের মত বোধ হ'চ্ছে যে?

জালিম। (নিম্নস্বরে) ও একটা বড় ঘরের বড় দরের বাঁদী। আমায় জ্বালাতন ক'রে মেরেচে। তাড়ালেও যায় না, রোজ এসে বিরক্ত করে। আপনি আস্‌ছেন দেখে, ওর ভেতর লুকিয়ে আছে।

মির্জ্জা। (নিম্নস্বরে) বটে! তা ও বেটীতো আমাদের সব কথা শুনেছে?

জালিম। তা শুনুক। এ কথা দোস্‌রা কানে যাবে না।

মির্জ্জা। তবে আরো শুনুক। আমি তবে ঐ পাশের ঘর্‌টায় যাই।

(পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ)

জালিম। (স্বগত) আচ্ছা বিপদ্‌ তো!

কুল। (পরদা সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া) এই অবসরে স'রে পড়ি না?

জালিম। না—না—না।

মির্জ্জা। (কক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া) জালিম! গানেমকে সহজে ছেড়ো না।

জালিম। আহা হা! কি করেন? দরজা বন্ধ করুন।

কুল। (উপরোক্ত ভাবে) দরজাটায় চাবি লাগাতে পারো না?

জালিম। আহা হা! চুপ চুপ!

মির্জ্জা। (উপরোক্ত ভাবে) ঐ যে বাঁদিটা ওখানে আছে, ও তো কিছু প্রকাশ ক'র্‌বে না?

জালিম। আহা হা! কি করেন মির্জ্জা সাহেব? (স্বগত) দরজাটায় চাবি দিতে পার্‌লে ভাল হ'তো।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। হাঃ! হাঃ! হাঃ! ভায়া! কি হ'চ্ছে? নফর্‌টা আমায় ঢুক্‌তে

দিচ্ছিল না কেন ? কোন মেয়ে মানুষ ছিল, না কোন জহুরীর আমদানি ক'রেছিলে ?

জালিম। দুইয়ের কেউই নয়।

গানেম। মির্জ্জা সাহেব কোথায় গেলেন ? তিনি তো এইখানেই ছিলেন ?

জালিম। তিনি তোমায় দেখে স'রে গেছেন। তুমি তাঁর প্রতি বড় অত্যাচার ক'রেছ।

গানেম। কই ? আমি তো তাঁ'র কাছে একটী পয়সাও ধার চাইনি ?

জালিম। তা' নয়। তুমি তাঁর স্ত্রীকে কুলভ্রষ্টা ক'র্‌বার চেষ্টায় আছ।

গানেম। আমি ! দোহাই খোদা ! আমি আর যাইই হই, কিন্তু ও কার্য্য জানি না। বরঞ্চ তোমার বটে সন্দেহ করা যেতে পারে। দু'জনের যে রকম চাওয়া চাওই দেখেছি, তাতে—

জালিম। না—না—গানেম। এ ঠাট্টার কথা নয়।

গানেম। ঠাট্টা কই ? সত্তি বল্‌ছিতো, সেই যে আমি সেদিন এখানে এসে—সেই যে,—

জালিম। আঃ কি বল !

গানেম। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখ্‌লুম।

জালিম। কি জ্বালা ! কি বল্‌ছো ?

গানেম। আর একদিন—সেই যে তোমার নফর—

জালিম। আরে ভাই একটা কথাই শোন না। (স্বগত) আঃ কি ক'রে থামাই !

গানেম। তোমার নফর আমায় বল্‌লে যে—কুলসম বিবি—

জালিম। চুপ কর ! মির্জ্জা সাহেব সব শুন্‌তে পাচ্ছেন।

গানেম। মির্জ্জা সাহেব ! কোথায় তিনি ?

জালিম। ঐ ঘরে—চুপ!

গানেম। চুপ কি! তিনি বেরিয়ে আসুন না। মির্জ্জা সাহেব! লুকিয়ে কেন?

(মির্জ্জা সাহেবের বাহিরে আগমন)

মির্জ্জা। না, আর লুকিয়ে থাক্‌বার দরকার নেই। আমি বুঝেছি, তুমি নির্দ্দোষী।

গানেম। সে বেশ! ভাগ্যে জালিম ভায়ার সম্বন্ধে আর কিছু বলিনি। কেমন জালিম ভায়া! সব ঠাট্টা—কেমন?

মির্জ্জা। পাল্‌টা জবাব খুব দিয়েছ গানেম। জালিমের স্বভাব কি আমি জানি না?—খুব জানি। তোমরা দু'জনেই নির্দ্দোষী। কেবল বাজে কুৎসা।

জালিম। (স্বগত) যাই হোক্, এখন এ দু'জনই গেলে বাঁচি।

(নফরের পুনঃ প্রবেশ ও জালিমের কর্ণে কথন)

নফর। ফর্‌রা বিবি এসেছেন। উপরে আস্‌তে চান।

জালিম। ফর্‌রা বিবি? না—না—তা'র এসে কাজ নাই, আমি যাচ্ছি। (নফরের প্রস্থান)। মির্জ্জা সাহেব! একজন বিশেষ দরকারে দেখা ক'র্‌তে এসেছে, আমি বাইরে যাচ্ছি। আপনারা না হয় আমার বস্‌বার ঘরে আসুন।

গানেম। তুমি দেখা ক'রে এস। মির্জ্জা সাহেবের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, দুটো কথা কই।

জালিম। (স্বগত) এদের একসঙ্গে রাখা ঠিক নয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি এখনি দরকার সেরে ফিরে আস্‌ছি। (জনান্তিকে মির্জ্জার প্রতি) দেখ্‌বেন মির্জ্জা সাহেব! বড় ঘরের বড় বাঁদীর কথা যেন গানেম না টের পায়?

মির্জ্জা। (জনান্তিকে) তা' পাবে না। ভয় নাই। (জালিমের প্রস্থান) আহা! গানেম! তুমি যদি জালিমের মত হবার চেষ্টা কর, তা' হ'লে তোমার আর কোন বদ্‌নাম থাকে না। জালিম উচ্চভাবের উপাসক। যারা উচ্চভাবের আলোচনা করে, তারাই এ জগতে সৎনামের অধি-কারী হয়।

গানেম। তা' বটে! কিন্তু অতটা ভাল দেখায় না।

মির্জ্জা। (স্বগত) বড় ঘরের বড় বাঁদীর কথাটা গানেমকে ব'ল্‌বো নাকি? একটা খুব তামাসা চল্‌বে। (প্রকাশ্যে) একটু হাঁস্‌তে ইচ্ছা আছে গানেম?

গানেম। হাঁসি নিয়েই তো ঘর কর্ত্তে চাই মির্জ্জা সাহেব।

মির্জ্জা। (স্বগত) আমায় যখন ধরিয়ে দিয়েছে, আমিই তখন ছাড়ি কেন? দেখ গানেম! আমি যখন এখানে আসি, তখন একটা মেয়ে মানুষ এখানে ছিল।

গানেম। ও কথা আমি শুনি না। জালিম ভায়ার ঘরে মেয়ে মানুষ? ও কথাই নয়।

মির্জ্জা। সে একটা বড় ঘরের বড় বাঁদী। এই ঘরেই এখনো আছে।

গানেম। হ্যাঁ ও আবার একটা কথা!

মির্জ্জা। আছে! সত্যি আছে! ঐ ওর ভেতর আছে। (পরদা দেখান)

গানেম। এই পরদার আড়ালে? পরদাটা খুলে ফেলি—কেমন?

মির্জ্জা। না—না—সে এসে প'ড়্‌বে।

গানেম। আসুক না! ততক্ষণ আমরা দেখে নিই। (অগ্রসর)

মির্জ্জা। আহা না—না! জালিম বড় দুঃখিত হবে।

গানেম। হয় হবে। আমি না দেখে ছাড়ছি না।

মির্জ্জা। ঐ এলো। (ইতিমধ্যে গানেম কর্ত্তৃক পরদা সরাইয়া দেওন)

(জালিমের প্রবেশ)

গানেম। কি আশ্চর্য্য! এ যে কুলসম বিবিসাহেবা!

মির্জ্জা। কি সর্ব্বনাশ! তাইত!

গানেম। মির্জ্জা সাহেব! এমন সুন্দর বড় ঘরের বড় বাঁদী তো কখনও দেখিনি। আপনারা দেখ্ছি সব লুকোচুরি খেল্ছিলেন? কিন্তু এর ভেতরে কে কার লুকোবার কথা জানে না, আমি তাই জান্তে চাই। কুলসম বিবি! ব'ল্বেন কি! বাঃ—কোন জবাব নেই! আচ্ছা জালিম ভায়া! তুমিই না হয় বল? ও বাবা! আমাদের নীতি-শাস্ত্রের পণ্ডিত! তুমিইও চুপ! মির্জ্জা সাহেব! আপনি অন্ধকারে ছিলেন, এখন বোধ করি, আর তা' নাই। সবাই চুপ? ব্যাপারটা যে কি, যদিও আমি বুঝ্তে পাল্লুম না, কিন্তু আপনারা পরস্পরে বোধ হয় বেশ বুঝ্তে পার্ছেন। আমি এখন আসি। (গমনকালে) ভায়া হে! মির্জ্জাসাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করায় আমি তোমার জন্য বড় দুঃখিত হ'লেম। আর মির্জ্জা সাহেব! আপনাকে বলি, যা'রা উচ্চভাবের আলোচনা করে, তা'রাই এ জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি,—কেমন?

[প্রস্থান।

জালিম। মির্জ্জা সাহেব! যদিও অবশ্য আমি স্বীকার করি—যদিও কার্য্যটী বড় খারাপ দেখাচ্ছে, কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু আপনি যদি একটু ধৈর্য্য ধ'রে শোনেন, তা'হ'লে আমি আপনাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিতে পারি।

মির্জ্জা। কি বোঝাবে, বোঝাও।

জালিম। আসল কথা এই,—আমি যে মিরিয়ম বিবিকে বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছুক, কুলসম বিবিসাহেবা তা' জান্‌তে পেরে, অথচ—আপনি বড় সন্দিগ্ধ ব'লে, তাই—তাই—গোপনভাবে, আমি যথার্থ বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছুক কি না—জান্‌তে এসেছিলেন। এমন সময়ে আপনি এসে পড়াতে, সন্দেহের ভয়ে উনি লুক্কায়িত হ'য়েছিলেন। আমার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না, আমি যা' বল্‌লেম, সব সত্য।

মির্জ্জা। বেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে! বিবি সাহেবা কি বলেন? আপনিও বোধ হয় এইবার শপথ ক'রে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

কুল। এর একটি কথাও সত্য নয়।

জালিম। (জনান্তিকে) কুলসম বিবি! কি করেন? আমায় কি বিপদে ফেল্‌তে চান?

কুল। মিথ্যাবাদী মহাশয়! একটু চুপ করুন। আমার নিজের কথা নিজে বলতে দেন।

মির্জ্জা। আহা! চুপ কর না জালিম! তুমি না শিখিয়ে দিলেও, বিবি সাহেবা বেশ গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বে এখন।

কুল। মির্জ্জা সাহেব! শুনুন, এ লোকটা যে মিরিয়মকে বিবাহ ক'র্‌তে চায়, তা'ও আমি জানিনি, আর সেজন্যও আমি এখানে আসিনি। আপনার অকলঙ্ক কুলে কালী দিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও, ওর উপরোধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে এখানে এসেছি।

মির্জ্জা। এইবার দেখ্‌ছি—সত্য কথা বেরিয়ে প'ড়ছে।

জালিম। উনি পাগল।

কুল। পাগল কর্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছিলে বটে, কিন্তু তোমার জুচ্চুরী ধরা পড়াতে সেটা আর পাল্লে না। মির্জ্জা সাহেব! আমায় বিশ্বাস কর

আর না কর, কিন্তু আমি যা বল্‌ছি—শুনে যাও। অবশ্য তুমি জান্‌তে না যে, আমি হেথায় লুকিয়ে আছি। অথচ আমার প্রতি যে দয়ার কার্য্য ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছ, তা' আমি শুনেছি। আমার প্রতি তুমি যে ভালবাসা দেখিয়েছ, যথার্থই তাতে আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ রকমে ধরা না প'ড়লে, ভবিষ্যতে চিরজীবন তুমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দেখ্‌তে পেতে। থাক, সে কথা এখন জানানো বৃথা। কিন্তু একথা আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি যে, এই যে বদমায়েস, যে নিজের উপকারী মিত্রের পত্নীকে কুলভ্রষ্ট ক'রতে চেষ্টা পায়, আমি যে ওর কথায় কর্ণপাত ক'রেছি, এ মর্ম্মান্তিক বেদনা ইহজন্মে ভুলতে পারবোনা। (প্রস্থান)

জালিম। মির্জ্জা সাহেব! খোদা জানেন—

মির্জ্জা। যে তুমি ভয়ানক বদ্‌মায়েস।

জালিম। আপনি সমস্ত তলিয়ে না বুঝে অন্যায় বিচার ক'র্‌বেন না। মানুষের কর্ত্তব্য সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা ক'রে—

মির্জ্জা। যাও, তোমার উচ্চ ভাবের কথা জাহান্নমে যাক্।

[প্রস্থান।

জালিম। যাঃ! সব মাটী হ'ল। এক মুহূর্ত্তের ভেতর মির্জ্জা সাহেবের স্নেহ-ভালবাসা আর মিরিয়মের সর্ব্বস্বটা হারিয়ে ব'সলেম।

(সেখ সফেদের প্রবেশ)

সেখ। জালিম সাহেব! আপনার পিতৃব্য এসে পৌঁছেচেন—এই পত্র দেখুন। তিনি শীঘ্রই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আস্‌বেন।

জালিম। তাইত! এসেছেন? এঁ্যা বেস!

সেখ। আমি গানেম সাহেবকে খবর দিইগে। এই থানেই দুই ভেয়ের সঙ্গে বয়রাম বাহাদুর সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন ব'লেছেন।

জালিম। উত্তম! দুরদৃষ্ট একলা আসে না দেখ্‌ছি।

(সেখ সফেদের প্রস্থান)

বিপদের উপর বিপদ! কি যে হবে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। নফর! আমার সঙ্গে আয় তো।

[প্রস্থান।

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

গীত।

যা কিছু মধুর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু জগতে চিরমনোহর,
ভালবাসি মোরা তাই।
মলয়ার বায়, কুসুম সুবাস, আকাশের গায় চাঁদের বিকাশ,
পাখি-মুখে গান, শিশু-মুখে হাস,
সুখে ভাসি যবে পাই॥
বীণা যবে বাজে বিনায়ে বিনায়ে, সপ্তস্বর ওঠে গগন ছাইয়ে,
কম কণ্ঠে গান চলে মিলাইয়ে,
পশু পাখী সব মোহিত হয়!
কবি কল্পনায় যে ছবি ফোটায়, যে অমূল্য নিধি অতুল ধরায়,
তার মত কিছু নাই॥

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

জালিম সাহেবের কক্ষ।

ফর্‌রা বিবি।

ফর্‌রা। জালিমের জুচ্চুরি ত ধরা প'ড়্‌ল! এখন—মির্জ্জা সাহেব কি আর গানেমকে না ভালবেসে থাক্‌তে পারবেন? না, মিরিয়মের সঙ্গে তার বিবাহের অমত ক'র্‌বেন?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এই যে ফর্‌রা বিবি! সেলাম্‌!

ফর্‌রা। সেলাম রাথ! আমাদের মতলব ত ফেঁসে গেল! মির্জ্জা সাহেব বোধ হয় এখন আর গানেমের সঙ্গে মিরিয়মের বিবাহ দিতে কোন আপর্ত্তি ক'র্‌বেন না!

জালিম। তুমি যদি গানেমের কাছে সরলভাবে তোমার প্রেম প্রকাশ কর, সেটা কি কোন কার্য্যকরী হবে না?

ফর্‌রা। কথন না! তা'তে তো হবেই না, তা' ছাড়া কৌশলেও হবে না—চাতুরিতেও হবে না। আমার গেরো—তাই তোমার মত একটা ভণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ আঁটতে গেছ্‌লুম।

জালিম। সে যাই বল। কিন্তু বিবি! তোমার চেয়ে ধাক্কাটা আমার খুব বেশী। কিন্তু আমি ঠাণ্ডাভাবে কেমন তা' সহ্য ক'র্‌ছি, দেখ্‌ছো তো?

ফর্‌রা। তোমার ধাক্কাটা তো হৃদয়ে পৌঁছুচ্ছে না। তোমার স্বার্থ—মিরিয়মের সম্পত্তি নিয়ে। গানেমকে না পাওয়ার জ্বালা আমার যেমন, তোমার যদি সে রকম হ'ত, তা'হ'লে তুমি যত বড়ই বদমাস্‌ হও না কেন—বিরক্ত ও নৈরাশ হ'তে কি না বুঝ্‌তুম।

জালিম। বেশ! তা' তোমার নৈরাশ্যের ধাক্কাটা আমার ওপর ফেলে যা' বলবার নয়, তা' বল্‌ছো কেন?

ফর্‌রা। এ নৈরাশ্যের কারণ কি তুমি নও? গানেমের সম্বন্ধে মির্জ্জা সাহেবকে ভুল বোঝাবার কি আর অন্য কোন কৌশল ছিল না, যে, তার স্ত্রীকে হস্তগত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রে ব'স্‌লে? বদমাইসি কর্‌বার এত লোভ আমি ভালবাসি না। ওতে আদৎ কাজ পণ্ড হয়।

জালিম। তা' আমি স্বীকার করি। আমি যে সোজা পথ থেকে একটু বেঁকে গেছি—সেটা ঠিক। কিন্তু এখনও আমরা ঠিক হ'টে যাইনি।

ফর্‌রা। যাইনি?

জালিম। না। আমাদের যখন প্রথম মতলব হয়, তখন তুমি ব'লেছিলে—তোমার মেহেরাটা খুব বিশ্বাসী।

ফর্‌রা। এখনও তাই বলি।

জালিম। আচ্ছা সে ব'লেছিল, প্রয়োজন হ'লে, সে খোদার শপথ ক'রে ব'ল্‌বে, যে, গানেম তোমার বিবাহের প্রার্থী হ'য়ে, তাকে দিয়ে চিঠি পত্র পাঠিয়েছিল, আর প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল যে, তোমায় ছাড়া সে আর কাউকে বিবাহ ক'র্‌বে না। কেমন?

ফর্‌রা। হাঁ।

জালিম। তবে অত ভাবনা কেন? এখনও সব আশা যায়নি। (বহির্দ্বারে আঘাত) কে আসে? বোধ হয়, আমার পিতৃব্য বয়রাম বাহাদুর। তুমি ততক্ষণ ঐ ঘরে গিয়ে ব'স, এর পর আরও অনেক কথা আছে।

ফর্‌রা। তোমার বিদ্যে বুদ্ধি যদি তোমার খুড়ো মহাশয়ও জেনে থাকেন?

জালিম। উ হুঁ! সে ভয় নেই। মির্জ্জা সাহেব কি আর আপনার কলঙ্ক আপনি প্রকাশ ক'র্‌বে? আর খুড়ো মহাশয়েরও মেজাজ বুঝ্‌তে আমার বড় দেরী হবে না।

ফর্‌রা। তা' জানি। মেজাজ বোঝ্‌বার ক্ষমতা তোমার খুব আছে। কিন্তু একরাশ্ বদমাইসি একসঙ্গে না ক'রে—এক একটা ক'রে করা ভাল, এটা যেন মনে থাকে।

জালিম। তাই ক'র্‌বো বিবি সাহেবা—তাই ক'র্‌বো। (ফর্‌রা বিবির কক্ষে প্রবেশ) একে এই জ্বালা, তার ওপর বদমাইসির সঙ্গী যদি দু'কথা কড়া কয়, তা' হ'লে বাঁচি কি ক'রে। যা' হোক্—বাইরে গানেমের চেয়ে আমার যা' সুনাম আছে—আঃ ম'লো! ও কে? খুড়ো কোথায়! ওযে সেই আস্‌গার মিঞা দেখ্‌ছি। আঃ কি জ্বালা! এই অসময়ে ব্যাটা আবার আমায় জ্বালাতে এলো। এখনি হয়তো খুড়ো আস্‌বে—ও বেটা সেই সব কথা—(বয়রামের প্রবেশ) আস্‌গার মিঞা! এখন আবার তুমি কেন আমায় জ্বালাতে এলে? এখন যাও—স'রে পড়।

বয়। জালিম সাহেব! শুন্‌লুম—বয়রাম বাহাদুর এখনি এখানে আস্‌বেন। তোমার প্রতি তিনি বড় কৃপণতা ক'রেছেন বটে, কিন্তু আমি একবার দেখ্‌তে চাই, তিনি আমার জন্য কি করেন?

জালিম। না মিঞা! এখন আপনার এখানে থাকা সুবিধাজনক হ'চ্ছে না। অন্য সময় আস্‌বেন, যা' পারি সাহায্য ক'র্‌বো।

বয়। সেটী হচ্ছে না জালিম সাহেব! বয়রাম বাহাদুরের সঙ্গে—সাক্ষাৎ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

জালিম। কি আশ্চর্য্য!—এখনি আপনাকে যেতে হবে।

বয়। না সাহেব! তা হ'চ্ছে না—

জালিম। হ'তেই হবে। নফর—নফর! এঁকে সদর দরজাটা দেখিয়ে দাও তো। ছিঃ! ছিঃ! অতি অন্যায়! আপনি যান। (তাড়াইবার উপক্রম)

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। কি হ'য়েছে ভায়া! কি হ'য়েছে? ইনি তোমার কি ক'রেছেন? এঁকে তাড়াচ্ছ কেন? কি হ'য়েছে?

জালিম। তোমার কাছেও গিছ্‌লো নাকি?

গানেম। গিয়েছিলই তো—খুব ভদ্রলোক। তুমিও আজকাল টাকা ধার ক'চ্ছ নাকি?

জালিম। টাকা ধার! কই না? এখনি পিতৃব্য মহাশয় এখানে আস্‌বেন—জান তো?

গানেম। জানি তো! ঠিক বটে! এ সময়ে এখানে মহাজনের থাকা ঠিক নয়।

জালিম। অথচ আস্‌গার মিঞা কিছুতেই ছাড়্‌ছে না।

গানেম। আস্‌গার মিঞা! এ তো বিয়াজ বিহারী।

জালিম। না—না—আস্‌গার মিঞা।

গানেম। আরে না—না—বিয়াজ বিহারী—

জালিম। তা যেই হ'ক, এখানে এখন থাকাটা—

গানেম। ভাল হ'চ্ছে না। ও আস্‌গারই হোক্, আর বিয়াজ বিহারীই হোক্।

(দ্বারে করাঘাত)

জালিম। ঐ তো আমাদের খুড়ো মহাশয়। আস্‌গার মিঞা! আর কেন, স'রে পড়।

গানেম। বিয়াজ বিহারী! আর কেন, স'রে পড়—

বয়। আপনারা শুনুন না—

জালিম। আহা—কি বিপদ! স'রে পড় না!

গানেম। জোর ক'রে সরাতে হ'লো দেখ্ছি।

বয়। বৃদ্ধের উপর বল প্রকাশ কি ভাল ?

জালিম। সে তোমার দোষ! যাও।

গানেম। যাও—যাও ব'ল্ছি।

(উভয়ে বয়রামকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা)

(মির্জ্জা সাহেব, মিরিয়ম ও সেখ সফেদের প্রবেশ)

মির্জ্জা। বাল্যবন্ধু বয়রাম বাহাদুর! এ কি! এ কি আশ্চর্য্য! এমন উপযুক্ত ভ্রাতুস্পুত্রেরা প্রথম সাক্ষাতেই তোমার উপর এই রকম অত্যাচারে প্রস্তত হ'য়েছে ? ভাল সময়ে আমরা এসে প'ড়েছি ত। নইলে বৃদ্ধের রক্ষা ছিল না দেখ্ছি।

সেখ। তা' সত্য। বয়রাম বাহাদুর! আস্গার মিঞা নাম ধ'রেও আপনার রক্ষা ছিল না দেখ্ছি।

বয়। ও বিয়াজ বিহারী নামেও নয়। বৃদ্ধ আস্গার মিঞার প্রয়োজনে, এই দয়ালু-নামধারী ভদ্র যুবকটী একটী পয়সাও দেননি। আর এই যে ইনি! ইনি পয়সা নিয়ে একজন ক্রেতাকে পূর্ব্ব পুরুষদের বিক্রয় ক'রেছেন। আর আমার প্রতি দয়া করে পয়সা না নিয়ে যমের কাছে বিক্রয় ক'চ্ছিলেন।

জালিম। (জনান্তিকে) গানেম! এ কি ?

গানেম। (জনান্তিকে) তাই ত দাদা! এ কি ?

জালিম। (জনান্তিকে) এ যে কাজের খতম।

গানেম। (জনান্তিকে) তা ঠিক।

বয়। বাল্যবন্ধু মির্জ্জা সাহেব—আর সেখ সফেদ! তোমরা শোন। আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্রকে আমি কি দিয়েছি না দিয়েছি, তা' তোমরা জানো। আর ওকে যে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিতে

মনস্থ ক'রেছিলেম, তাও তোমরা জানো। কিন্তু ওর অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যাবাদীতা আর অকার্য্যতৎপরতায় আমি যে কি নৈরাশ্যের সাগরে মগ্ন হ'য়ে গেছি, তাও তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ।

মির্জ্জা। বাহাদুর! আমি যদি ওর নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আর অমানুষিকতার বিশেষ প্রমাণ না পেতেম, তা হ'লে তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না ক'রে ওর স্বপক্ষে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে প্রস্তুত হতেম। আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই। ওর যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে, তা হলে পেজোমি প্রকাশ হ'য়ে পড়াই যথেষ্ট সাজা বলে বোধ ক'র্‌বে।

গানেম। (স্বগত) এমন যে ভাল দরের জালিম, ওরি ওপর যখন এমন বাক্যবাণ বর্ষণ হ'ল, তখন না জানি আমার অদৃষ্টে কি বা হয়।

বয়। আর এই যে আমার অমিতব্যয়ী কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটী—

গানেম। (স্বগত) এইরে এবার আমায় ধ'রেছে। তসবির গুলোর কথাতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে দেখ্‌ছি।

জালিম। খুড়োসাহেব। আমার একটী কথা শুন্‌বেন কি?

বয়। কি কথা? দোষক্ষালনের কথা বোধ হয়! তা পার্‌বে কি?

জালিম। তা' অবশ্য পার্‌বো।

বয়। (গানেমের প্রতি) তোমার কিগো? তুমিও পার্‌বে না কি?

গানেম। না, খুড়া সাহেব! আমি সে চেষ্টা ক'র্‌বো না।

বয়। কেন? বিয়াজ বিহারী বাবু বুঝি অনেক গুপ্ত কথা জেনে গেছে?

গানেম। আজ্ঞা হাঁ। তবে কিনা সে সব পারিবারিক গুপ্ত কথা অবশ্য প্রকাশযোগ্য নয়। তা আপনি যে না বোঝেন, এমন তো নয়।

সেখ। বাহাদুর সাহেব! বালকের নির্ব্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হওয়া ঠিক নয়।

বয়। তা' নয়। কিন্তু মির্জ্জা সাহেব! দুষ্ট ছোক্‌রাটা পূর্ব্বপুরুষের তস্‌বির গুলো মাটির দরে বিক্রী ক'রেছে, বড় বড় যোদ্ধা, বিচারক প্রভৃতি লোকেদের তস্‌বির যে কাপড়ে আঁকা হ'য়েছে, সে কাপড়ের দরই উঠেনি।

গানেম। আমি যে কাজ ক'রেছি খুড়ো সাহেব, তাতে সেই মৃত ব্যক্তি-গণ অবশ্য আমায় অভিশাপ দেবেন। লজ্জায় আমার মৃতপ্রায় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা' না হ'য়ে আমি যে এখন স্থির থাকৃতে পেরেছি, সে কেবল আপনার ন্যায় স্নেহময় পিতৃব্যের শ্রীচরণ দর্শন জন্য।

বয়। গানেম! আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌লেম।

সেখ। বয়রাম বাহাদুর! গানেম সাহেবের সঙ্গে আপনার তো মিল হ'ল, কিন্তু আর এক জনের সঙ্গে মিলের জন্য যে গানেম সাহেবের বিশেষ আগ্রহ, তা' কি দেখ্‌ছেন।

(মিরিয়মকে লক্ষ্য)

বয়। হাঁ—আমি একটা প্রণয়ের কাণ্ড কারখানা শুনেছি বটে।

মির্জ্জা। মিরিয়ম! তোমার কোন কথা থাকে ব'ল্‌তে পার।

মিরি। আমার বল্‌বার কিছু নাই। গানেম সাহেবের সুখে আমি সন্তুষ্ট। তবে সেখজি আগ্রহের কথা যা' বলেছেন, তা' আমার জন্য নয়, অন্য কোন ভাগ্যবতীর জন্য হ'তে পারে।

গানেম। সে কি মিরিয়ম!

মির্জ্জা। ও আবার কি কথা? যখন অসচ্চরিত্র ব'লে ওর অখ্যাতি র'টেছিল, তখন তো মিরিয়ম—তুমি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ

ক'র্‌বে না ব'লেছিলে? আর এখন ও শোধ্‌রাতে চল্‌লো, এ সময় অসম্মত হ'চ্ছ কেন?

মিরি। ওঁর নিজের হৃদয়—আর ফর্‌রা বিবি ও কথার উত্তর দিতে পারেন।

গানেম। ফর্‌রা বিবি! (বিস্ময়ভাব প্রকাশ)

জালিম। গানেম ভায়া! আমি কোন কথা ব'লতেম না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ব'ল্‌তে হ'চ্ছে যে, ফর্‌রা বিবির প্রাণের ক্ষত আর লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

(ফর্‌রা বিবির বাহিরে আগমন)

মির্জ্জা। এ যে দেখি আর একজন বড় ঘরের বড় বাদী। এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই এক একজন লুক্কাইত থাকে দেখ্‌ছি।

ফর্‌রা। অকৃতজ্ঞ গানেম সাহেব! আমাকে এই রকম বিপদে ফেলে, অমন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করাটা কি ভাল দেখাচ্ছে?

গানেম। খুড়ো সাহেব! এ কি আপনার আর এক কৌশল নাকি? আমি ত এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

জালিম। আর একজন এ বিষয়ের সমস্ত জানে, তা'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই সব গোল মিটে যায়।

মির্জ্জা। কে সে? ফর্‌রা বিবির সেই মেহেরা ব'লে দাসী বুঝি? সেখজী! তুমি না তাকে আস্‌তে বলেছিলে?

সেখ। এই যে সে—

(মেহেরার প্রবেশ)

মির্জ্জা। মেহেরা! গানেম সাহেব আর ফর্‌রা বিবির সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

মেহেরা। ফর্‌রা বিবি গানেম সাহেবের নামে জাল করা কয়েকখানা চিঠি রেখেছেন। তাতে লেখা—গানেম সাহেব ফর্‌রা বিবিকে বিবাহ

ক'র্‌বেন। সেই পত্রগুলো সেদিন মিরিয়ম বিবিকে দেখাচ্ছিলেম। গানেম সাহেবের নাম জাল—এই জালিম সাহেব ক'রেছিলেন।

ফর্‌রা। পাজী, নচ্ছারণী! এত বড় যোগ্যতা! আমার সব মতলব ফাঁস ক'রে দিলি? ভাল, থাক্—দেখে নেব—সবাইকে দেখে নেবো।

(প্রস্থান)

মির্জ্জা। বাবা! যেন বাঘিনী!

গানেম। ভয়ানক হিংস্থকে!

বয়। কি গো বাবু! তোমার আর কিছু কথা আছে?

জালিম। আমি আর কি ব'ল্‌বো! মেহেরার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যে ফর্‌রা বিবি এ কাণ্ড ক'রেছে, তা' শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে। যাই হোক্, ও যে রকম রাগী স্ত্রীলোক, হয়ত আমার ভায়ার কোন হানি ক'রে ফেল্‌তে পারে। আমি গিয়ে থামাইগে।

[প্রস্থান।

মির্জ্জা। শেষ পর্য্যন্ত চাতুরী। যেন কতই ভ্রাতৃবৎসল! কতই সৎ!

বয়। বন্ধু!' এখন কে আসল, আর কে নকল, বুঝ্‌লে ত! জালিমেতে আর ফর্‌রা বিবিতে যদি বিয়ে হয়, তা' হ'লে বেশ মানায়, ঠিক যেন বাঘ-বাঘিনী মিলে যায়।

সেখ। হ'য়ত তাই হবে। এখন এঁদের কি? আর তো কিছু গোল নেই।

বয়। কই আর। আগামী কল্য বিবাহ হোক্। আমার সর্ব্বস্ব যৌতুক।

গানেম। খুড়ো সাহেব! আমি কি ব'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র্‌বো, তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বয়। কিছু ব'ল্‌তে হবে না। নীরবে নিশ্চিন্তে উভয়ে সুখে কালযাপন কর।

মির্জ্জা। আমাদেরও আশীষ তাই।

গানেম। সেখজী! আপনি আমার যথার্থ উপকারী বন্ধু। আপনার আশীষও প্রার্থনীয়।

বয়। ঠিক।

মির্জ্জা। সেখজী বরাবর ব'লেছে—গানেম শুধ্‌রে যাবে।

গানেম। মির্জ্জা সাহেব! শোধ্‌রান সম্বন্ধে আমি কিছুই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারি না। তবে এখন চেষ্টা আরম্ভ হ'লো বটে! এখন হ'তে মিরিয়মই আমার শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক। এই মধুরোজ্জ্বল দৃষ্টির প্রভায় যে ধর্ম্মপথ আলোকিত হবে, সে পথ কি আর আমি সহজে ত্যাগ ক'র্ব্ব!

সেখ। বেশ—বেশ—শেষটি বেশ!

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

বাঁদীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।

মানুষের ভিত্‌রি বোঝা ভার।
বাইরে দেখে বুঝ্‌তে হ'লে না-বুঝ হওয়াই সার॥
চাকণ চিকণ বাইরে কারু, ভিত্‌রি ভরা ক্ষার,
ভিতরে কারু স্বর্ণ, বাইরে চিহ্ন নাইকো তার,
কারুর ডাকে গগন ফাটে, ধরার অলঙ্কার,
কেউ বা ঠাসা এক পাশে রয় সবার ছিঃ ছিঃ কার॥
এমন একটা চসমা যদি পাই,
যাতে ভিত্‌রি দেখ্‌তে পাই,
দেখিয়ে দিই তা হ'লে সবায়, কেমন স্বভাব কা'র।
মন্দতে কে সত্যি ভাল, ভালর কে নচ্ছার॥

যবনিকা পতন।